চণ্ডিকা-মঙ্গল।

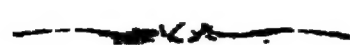
৺রাধাচরণ রক্ষিত (মুন্সেফ) প্রণীত।

চণ্ডিকা-মঙ্গল।

(কাব্য)

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর সরল

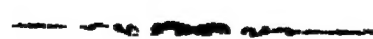
পদ্যে মর্ম্মানুবাদ।



"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা

বিনে বাঙ্গালা ভাষা পূরে কি আশা"

৺রাধাচরণ রক্ষিত (মুন্সেফ) প্রণীত।



প্রকাশক শ্রীযাত্রামোহন দাস।

PRINTED BY R M. ROY. *Manager* Sonaton press,
CHITTAGONG.

প্রকাশকের নিবেদন।

অশীতি বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে। আজ বঙ্গ ভাষা নানা আভরণ-ভূষিতা, অপূর্ব্ব সৌষ্ঠবশালিনী, বিচিত্র গতিশীলা। তখন ভাষার সে সম্পদ না থাকিলেও উহার একরূপ সরল অনাবিল গতি ছিল যাহা সহজেই প্রাণ স্পর্শ করিত। এই কাব্যে সেই কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণের যুগের প্রাঞ্জলতা আছে। কিন্তু তাহাই ইহা প্রকাশের একমাত্র কারণ নহে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী হিন্দুর একটী মহাগ্রন্থ। ইহা হিন্দুর অধিকাংশ পূজাপার্ব্বণে শান্তি স্বস্ত্যয়নে ঘরে ঘরে পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় জনসাধারণ এই নিত্য পঠিত শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ। সংস্কৃত ভাষার কঠিন আবরণ এবং বিষয়ের দুরূহতা ইহার অন্যতম কারণ। এমন প্রবাদ ও আছে যে কোন পুরোহিত " যা দেবী সর্ব্বভূতেষু " পাঠ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে উহা কর্ত্তার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং 'যা দেবী' বলিবার অপরাধে সেই পুরোহিতকে গৃহস্থের বিরাগ ভাজন হইতে হইয়াছিল। যিনি এই শাস্ত্র গ্রন্থকে বঙ্গীয় হিন্দু সাধারণের সহজ বোধ্য, অভ্যস্ত ভাষায় পরিণত করিয়া হিন্দু সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন। তিনি আজ সর্ব্বপ্রকার নিন্দা ও প্রশংসার অতীত। কিন্তু যে পবিত্র উদ্দেশ্যে তিনি চণ্ডীর মর্ম্মানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এই কাব্য প্রকাশে যদি সেই উদ্দেশ্য তিল মাত্র ও সিদ্ধ হয়, যদি এই কাব্য হিন্দু পরিবারে শান্তি স্বস্ত্যয়নে ও পূজাপার্ব্বণে বহুল ভাবে পঠিত হয় তবে তাঁহার

স্বর্গত আত্মা বিশেষ পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই। এ স্থলে তাঁহার পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শৈল-কিরিটিনী, সগর-কুন্তলা, সবিতমালিনী—চট্টলভূমি কবিপ্রসবিনী। ইহার উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে চন্দ্রশেখর, পূত সলিলা কর্ণফুলী তীরে মেধসাশ্রম হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব পূর্ণ নিদর্শন

"কর্ণফুলা নদীতন স্নান মাত্রেণ প্রাণিনাং
বিকশং কর্ম্মতেজশ্চ বর্দ্ধতে হি দিনে দিনে"।

এই পার্ব্বতা মাতার অঙ্কে বসিয়া মাধবাচার্য্য জাগরণ চণ্ডী রচনা করিয়াছিলেন। তিনি কবি কঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী। এ দেশেই 'মৃগলব্ধ' রচিত হইয়াছিল। এ দেশেই আলোয়াল পদ্মাবতা (পদ্মিনী উপাখ্যান) ও সপ্তপয়কর রচনা করেন। ইহা কবিকুল চূড়ামণি নবীনচন্দ্রের জন্মস্থান। এই চট্টগ্রামের অন্তর্গত জোয়ারা গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশে রাধাচরণ রক্ষিত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। কিছু দিন সুখ্যাতির সহিত ওকালতী ব্যবসা করিয়া মুন্সেফীর পদ গ্রহণ করেন।

তিনি জনহিতকর অনুষ্ঠানে বহুল অর্থব্যয় করিয়া জোয়ারা গ্রামকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবসর কালে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা ও কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার পুত্র গিরিশচন্দ্র রক্ষিত একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ। তিনি চট্টগ্রামে সর্ব্ব প্রথম আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয় স্থাপন করেন। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত মধুরভাষী ও লোকহিতব্রত। তিনি সৌভাগ্যবান পুরুষ এবং লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করিয়া বহু সদনুষ্ঠানে উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। বিশেষতঃ তিনি বহুল পরিমাণে পিতামহের কবিত্বসম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

'চণ্ডিকামঙ্গল' রচয়িতা অনেক গুলি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এখন সে সকল পাওয়া যাইতেছে না। সৌভাগ্যক্রমে চট্টগ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দাস মহোদয় চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য স্বয়ং লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ তাহা অবলম্বন করিয়াই এই কাব্য প্রকাশিত হইল। এ জন্য কবিরাজ মহাশয় আমাদের ধন্যবাদ ভাজন।

আমি গীতার একটী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ এই 'চণ্ডিকামঙ্গল' কাব্য প্রকাশের সহিত আমার নাম যোজিত করিয়া আমি কৃতার্থ বোধ করিতেছি। কারণ। গীতা ও চণ্ডী আমার জীবনের সম্বল, আমার যৌবনের উপদেষ্টা, বার্দ্ধক্যের অবলম্বন, আমার শোকে সান্ত্বনা, কর্ম্মে উৎসাহ, বিপদে সহায়, ক্লান্তির শান্তি, ইহকালের ধর্ম্ম পরকালের আশা, এক কথায় আমার জীবনের সর্ব্বস্ব। ইতি—১৩১৮ সাল—

শ্রীযাত্রামোহন দাস।

চণ্ডিকা-মঙ্গল।



প্রথম অধ্যায়।

মধুকৈটভ বধ।

গণেশাদি দেবগণে করিয়া প্রণতি।
বন্দি পিতা মাতা গুরু যে আছেন ক্ষিতি॥
সাধুর চরণে এই মাগি উপহার।
অশুদ্ধ দেখিলে দোষ ক্ষমিবে আমার॥
অল্পবুদ্ধি হীন জন জ্ঞান অতি হ্রাস।
চণ্ডিকা মঙ্গল চাহি করিতে প্রকাশ॥
সবর্ণা উদরে জন্ম সূর্য্যের ঔরসে।
বলিয়া অষ্টম মনু যাঁহারে প্রশংসে॥
তাঁহার উৎপত্তি কথা কহিব স্বরূপে।
চণ্ডীর প্রসাদে মনু হইল যেরূপে॥
সূর্য্য বংশে ছিলেন সুরথ নামে রাজা।
নিজ পুত্র সমতুল্য পালিতেন প্রজা॥
কোলার নৃপতিগণ শত্রু হৈল তাঁর।
অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইল দোঁহার॥
কোলার নৃপতিগণ জিনিল সমর।
স্বীয় পুরে আসিল সুরথ নৃপবর॥

তাঁর অমাত্যের সনে মিলি রিপুগণ।
রাজ্যে আসি ধনাগার করিল লুণ্ঠন॥
মৃগয়ার ছলে তবে সুরথ রাজন।
বনপথে মনোদুঃখে করিল গমন॥
বিবেকী হইয়া রাজা চলি গেল বন।
উপনীত হৈল রাজা মেধস আশ্রম॥
রাজাকে রাখিল মুনি করিয়া সম্মান।
রহিলেক মহারাজা দেখি রম্য স্থান॥
মায়ামুগ্ধ মহারাজা হৈয়া খেদ চিত্ত।
ধন রাজ্য হারাইয়া খেদ করে নিত্য॥
দাস দাসী হয় হস্তী আর পরিজন।
আমা ছাড়ি করে অন্য রাজা উপাসন॥
অনেক দুঃখেতে ধন ক'রেছি সঞ্চয়।
সেই ধন দুষ্টে নিত্য করে অপচয়॥
হেন কালে এক বৈশ্য আসিলেক তথা।
জিজ্ঞাসিল মহারাজ তুমি কেন এথা॥
বৈশ্য বলে নারী, পুত্র ধনের লোভেতে।
তাড়িয়াছে সবে মিলি, এসেছি বনেতে॥
ধনবান জনক সমাধি মোর নাম।
বিবেকী হইয়া ত্যজিয়াছি নিজ ধাম॥
কিন্তু সকলের শোকে হ'য়েছি চিন্তিত।
রাজা বলে মহাশয় একি বিপরীত॥
ধন লোভে যেইজন ঘটা'ল বিচ্ছেদ।
সেই পাপিষ্ঠের জন্য কেন কর খেদ॥

বৈশ্য বলে এই কথা সত্য মহাশয়।
নিষ্ঠুরতা কোনরূপে অন্তরে না লয়॥
কর যোড়ে বলে রাজা তপোধন স্থানে।
চিত্ত স্থির নহে মম এই সব শুনে॥
আত্ম জনে বৈশ্যকে ক'রেছে বিড়ম্বন।
তবু মায়া নাহি ছাড়ে কিসের কারণ॥
বৈশ্য আমি দুই জন অত্যন্ত দুঃখিত।
পাপাত্মাকে মায়া হয় একি বিপরীত॥
মুনি বলে এ সংসার মায়ার কারণ।
মায়াতে মোহিত যত পশু পক্ষীগণ॥
ক্ষুধাতে যে প্রাণ যায় তাতে নাই জ্ঞান।
আপনার ভক্ষ্য দ্রব্য খাওয়ায় সন্তান॥
মহামায়া হ'তে মায়া হ'য়েছে উৎপত্তি।
যোগ নিদ্রারূপে মোহ ক'রেছে শ্রীপতি॥
রাজা বলে কহ মুনি কেন তাঁর জন্ম।
তাঁহার স্বভাব কহ কি তাঁহার কর্ম্ম?
মুনি বলে জন্ম মৃত্যু নাহিক তাঁহার।
দেব উপকারে আবির্ভাব বারে বার॥
যোগ নিদ্রাগত যবে শ্রীমধুসূদন।
অনন্ত শয়নে আছে দেব নারায়ণ॥
হরির নাভিতে আছে ব্রহ্মা প্রজাপতি।
বিষ্ণু কর্ণ হ'তে দুই অসুর উৎপত্তি॥
প্রবল মধুকৈটভ অতি দুরাচার।
জন্মিয়া উদ্যত হ'ল ব্রহ্মা মারিবার॥

হরি বিনা অসুরের নাহিক সংহার।
নিদ্রাতে মোহিত জনার্দ্দন অনিবার॥
হরির চক্ষুতে দেবী পাতিল আসন।
তিনি না ত্যজিলে নিদ্রা হয় না ভঞ্জন॥
একাগ্র হৃদয়ে ব্রহ্মা করেন স্তবন।
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি সংহার কারণ॥
তুমি স্বহা তুমি স্বধা তুমি সে ঈশ্বরী।
মহামায়া মহামেধা তুমি দেবী গৌরী॥
হ্রস্ব, দীর্ঘ, শ্রদ্ধা তুমি, তুমি সে প্রণব।
তুমি যে সাবিত্রীদেবী তোমা করি স্তব॥
শঙ্খিনী গর্জ্জিনী তুমি শূলিনী চক্রিনী।
লজ্জারূপা সৃষ্টিরূপা জগত জননী॥
ব্রহ্মার স্তবেতে তুষ্ট হইয়া জননী।
নারায়ণ চক্ষু ত্যাগ করে নারায়ণী॥
নিদ্রা ত্যাগে জনার্দ্দন হইলেন স্থির।
অসুরের সনে যুদ্ধে হইল বাহির॥
অব্দ পঞ্চ সহস্র যে বাহুযুদ্ধ করি।
বধিতে না পারে অরি মুকুন্দ মুরারি॥
কহিলেন ভগবান অসুরের প্রতি।
দোহাকার যুদ্ধে আমি তুষ্ট হই অতি॥
বর লও মম-হস্তে হইতে নিধন।
অন্য বর তোমাদের নাহি প্রয়োজন॥
সে মধুকৈটভ বলে এই বর চাহি।
বধ কর যথা বারি পূর্ণ নাহি মহী॥

তবে প্রভু ভগবান্ শঙ্খ চক্রধারী।
বধিলা উরুতে দোঁহে শিরচ্ছেদ করি॥
ব্রহ্মার স্তবেতে এইরূপে মহাদেবী।
অসুরে বধিয়া রক্ষা করিলা পৃথিবী॥
দেবীর প্রভাব শুন কহি যে সকল।
ভৈরব রক্ষিত রচে চণ্ডিকা মঙ্গল॥



দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহিষাসুর-সৈন্যবধ।

মুনি বলে মহিষাসুর শতেক বৎসর।
ঘোরতর যুদ্ধ করে সহ পুরন্দর॥
বলবান দুষ্টাসুর দেব পরাজিয়া।
আপনি হইলা ইন্দ্র দেবতা জিনিয়া॥
ব্রহ্মা সঙ্গী করিয়া যতেক দেবগণ।
চলিলেন যথা আছে শিব জনার্দ্দন॥
ত্রাসযুক্ত দেবগণ ভয়েতে বিকল।
অসুরের বৃত্তান্ত যে কহিল সকল॥
চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র যম অনিল বরুণ।
অন্যান্য দেবের বৃত্তি নিয়াছে দারুণ॥
স্বর্গ ত্যজি দেবগণ পৃথিবী বেড়ায়।
বিচরণ করে তথা মনুষ্যের প্রায়।
সব দেবগণ আসি লইনু শরণ॥
তার বধ চেষ্টা কর প্রভু নারায়ণ॥
শুনিয়া এসব, ক্রোধী হ'ল হরিহর।
বাহির হইল তেজ অগ্নি সমসর॥
ইন্দ্র আদি দেবতেজ বাহির হইল।
জ্বলন্ত পর্ব্বত সম প্রজ্বলিত হৈল॥

দেব তেজ তুলনায় নাহিক তাহার।
তেজ হ'তে হৈল এক নারীর আকার॥
তেজ হ'তে জন্মিলেক সে নারীর মুখ।
পরমা সুন্দরী কন্যা দেখিতে কৌতুক॥
বিষ্ণুতেজে বাহু হৈল, যম তেজে কেশ।
চন্দ্রতেজে স্তন, ইন্দ্রতেজে মধ্যদেশ॥
উরু জঙ্ঘা নিতম্ব বরুণ তেজে হ'ল।
ব্রহ্মতেজে দুই পাদ-পদ্ম যে জন্মিল॥
পদাঙ্গুলি রবিতেজে হইল নির্ম্মাণ।
বসুর তেজেতে হস্ত অঙ্গুলি প্রমাণ॥
কুবের তেজেতে হৈল নাসিকা উদ্ভব।
প্রজাপতি হৈতে হ'ল দন্তের সম্ভব॥
ত্রিনয়ন জন্মিলেক অগ্নির তেজেতে।
সন্ধ্যার তেজেতে ভুরু জন্মিল পশ্চাতে॥
বায়ুতেজে দুই কর্ণ হইল সৃজন।
অন্য দেব হ'তে অবশিষ্টের গঠন॥
সকল দেবের তেজে জন্মে ভগবতী।
দেবী দেখি দেবগণ হরষিত অতি॥
অস্ত্র নাই কি প্রকারে হবে মহারণ।
অস্ত্র দিতে পরামর্শ করে দেবগণ॥
নিজ শূল হ'তে শিব শূল এক নিয়া।
দেবীর দক্ষিণ হস্তে দিল উঠাইয়া॥
চক্র হ'তে অন্য চক্র বাহির যে করি।
দেবীর হস্তেতে দিল মুকুন্দ মুরারি॥

বরুণে দিলেন শঙ্খ, শক্তি বৈশ্বানর।
মারুতে দিলেন তূণ সহ ধনুঃশর ॥
বজ্র ঘণ্টা ঐরাবত দিল সুরপতি।
যমে দিল কাল দণ্ড বান অম্বুপতি ॥
ব্রহ্মা কমণ্ডলু প্রজাপতি অক্ষমালা।
সব লোমকুপে রশ্মি দিবাকরে দিলা ॥
কালে দিল খড়্গ চর্ম্ম, মালা দিল হর।
ক্ষীরোদ দিলেন হার অজর অম্বর ॥
আর চূড়ামণি দিল কর্ণের কুণ্ডল।
অর্দ্ধচন্দ্র নুপুর যে কেয়ূর নির্ম্মল ॥
বিশ্বকর্ম্মা দিল অস্ত্র কবচ কুঠার।
অতি শোভাময় পদ্ম দিল জলাধার ॥
হিমালয় সিংহে দিল রত্ন নানা জাতি।
সুরাপূর্ণ পান পাত্র দিল জলপতি ॥
মহামণি দিল অনন্তাদি নাগগণ।
নাগহার দিল দেবীর গলের ভূষণ ॥
অন্য অন্য দেবগণে দিলেন ভূষণ।
সম্মান করিল তাঁরে যত দেবগণ ॥
দেবীর রূপেতে হৈল ভুবন প্রকাশ।
অতি উচ্চ শব্দ করে অট্ট অট্ট হাস ॥
অতি ঘোরতর শব্দ উঠিল আকাশ।
প্রতি শব্দে হয় যেন সংসার বিনাশ ॥
ভয় যুক্ত সর্ব্বলোক সিন্ধু টল মল।
জীব জন্তু সহ মহী যায় রসাতল ॥

সবে বলে সিংহ-বাহিনীর হবে জয়।
উচ্চৈঃস্বরে মুনিগণে করে জয় জয় ॥
তা দেখি মহিষাসুর করয়ে গর্জ্জন।
সব সেনাগণে যে যোগায় অস্ত্রগণ ॥
অসুরে দেখিল দেবী ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে।
পদ আছে ভূমিতলে কিরীট গগণে ॥
শুনিয়া দেবীর মহা ধনুক টঙ্কার।
পাতালেতে অনন্তাদি হ'ল চমৎকার ॥
সহস্র ভুজেতে ব্যাপি আছয়ে সংসার।
ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল দোঁহার ॥
অতি শীঘ্র হস্তে দেবী বরিষয়ে শর।
অস্ত্র ক্ষেপি অর্চ্ছাদিল দেব দিবাকর ॥
মৈষাসুর সৈন্য হ'তে চিক্ষুরাক্ষ চলে।
চলিল চামর বীর চতুরঙ্গ দলে ॥
ছয় অযুত রথ লৈয়া উদয়াক্ষ লড়ে।
কোটীরথ লৈয়া যুঝে মহাহনু বীরে ॥
পঞ্চাশ নিবুত সৈন্য লইয়া সঙ্গতি।
যুদ্ধেতে চলিল অসিলোম সেনাপতি ॥
ছয় কোটি সৈন্য লৈয়া বাস্কল গমন।
সহস্র সহস্র হস্তী পর্ব্বত প্রমাণ ॥
কোটি কোটি রথী সহ কোটি কোটি সেনা।
বিড়ালাক্ষ মহাবীর যুদ্ধে দিল হানা ॥
রথী অশ্ব হস্তী সহ অন্য অন্য শূর।
দেবীর সহিতে যুদ্ধ করয়ে প্রচুর।

কোটি কোটি হস্তী ঘোড়া কোটি কোটি রথী।
মৈষাসুর তার মধ্যে দেখিতে বিকৃতি॥
মুষলমুদ্গার যে তোমর ভিন্দিপাল।
শক্তি শূল খড়্গ গদা যুদ্ধ যে বিশাল॥
অসুরে মারয়ে শক্তি আর মারে পাশ।
দেবী প্রতি খড়্গ মা'র করিয়া সাহস॥
তবে দেবী স্বীয় অস্ত্র করি আকর্ষণ।
লীলায় অসুর অস্ত্র করিল ছেদন॥
অতঃপর দেবী শীঘ্র করে শর বৃষ্টি।
তাহাতে অসুর সৈন্য পড়ে কোটি কোটি॥
শরাঘাতে সৈন্য নাশ করেন ঈশ্বরী।
অতিশয় ক্রোধ করি দেবীর কেশরী॥
লম্ফ দিয়া পড়িলেক যথা সৈন্যগণ।
সৈন্য মারে যেন বন দহে হুতাশন॥
যুদ্ধশ্রমে নিশ্বাস ছাড়েন নারায়ণী।
সহস্র সহস্র জন্মে ডাকিনী যোগিনী॥
জন্ম মাত্রে হাতে লয়ে শর ভিন্দিপাল।
নাশ করে দৈত্যগণ যেন যম কাল॥
দেবী শক্তি হানিয়া মারেন দৈত্যগণ।
মাতৃগণে শঙ্খধ্বনি করে ঘনে ঘন॥
যুদ্ধ রঙ্গে কেহ কেহ মৃদঙ্গ বাজায়।
কেহ নাচে কেহ গীত গায় দীর্ঘরায়।
তবে দেবী শূল শক্তি গদা বৃষ্টি করি।
খড়্গ হস্তে শত শত অসুর সংহারি॥

কেহ কেহ ঘণ্টা শব্দে হয় অচেতন।
পাশ দিয়া কাহাকে করয়ে আকর্ষণ॥
গদাঘাতে বহু সৈন্য হইল নিধন।
কেহ কেহ পলাইল দেখি ঘোর রণ॥
মুষল আঘাতে দৈত্য ছাড়য়ে শরীর।
নদী স্রোত মত তথা বহিছে রুধির॥
দেবী শূলে বক্ষ ভেদি কেহ ভূমে পড়ে।
নিরন্তর যুদ্ধে ভূমি হাহাকার করে॥
মাতৃগণ আমর্দ্দনে দৈত্য ছাড়ে প্রাণ।
ঘোর নাদে কম্পান্বিত হৈল রণস্থান॥
দুই বাহু ছিড়ে কার কার ছিড়ে গলা।
কার শির ছিড়ি কার বক্ষ বিদারিলা॥
সেনাগণ উরু ভাঙ্গি ভূমিতলে পড়ে।
কার বাহুদ্বয় কার এক পদ ছিড়ে॥
কার এক চক্ষু খসে কার ছিড়ে শির।
এইরূপে দৈত্যগণ হইল অস্থির॥
শিরচ্ছেদ হইয়া কবন্ধে করে রণ।
দুই হস্তে লইয়া উত্তম শরাসন॥
খড়্গ শক্তি বাহু অস্ত্র ল'য়ে দুই করে।
শির শূন্য কবন্ধ রণেতে নৃত্য করে॥
দেবীর রণেতে দৈত্য হইল সংহার।
দেবী সৈন্য জয় জয় বলে বারে বার।
কাটা রথ হস্তী ঘোড়া দানব সকল।
পড়িয়া অগম্য হ'ল মহা রণস্থল॥

শোণিত ধরায় হ'ল মহানদী প্রায়।
কাটা সৈন্য হস্তী ঘোড়া স্রোতে ভাসি যায়॥
মহা সৈন্যগণ ক্ষয় হইল পলকে।
সুকাষ্ঠ পাইয়া যেন দহয়ে পাবকে॥
সিংহনাদ করে সিংহ কোপে কম্পবান।
সিংহের চিৎকারে দৈত্য হারায় পরাণ॥
মাতৃগণ যুদ্ধ করে অসুর সহিত।
যুদ্ধ দেখি দেবগণ হৈল হরষিত॥
স্বর্গে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবতা সকল।
অধীন ভৈরব কহে চণ্ডিকা মঙ্গল॥



তৃতীয় অধ্যায়।

মহিষাস্থর বধ।

যুদ্ধেতে পড়িল সৈন্য দেখিয়া প্রচুর।
কোপান্বিত সেনাপতি চিকুর অসুর॥
দেবীর উপরে করে শর বরিষণ।
যেন গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গে ঘোর প্রভঞ্জন॥
লীলায় কাটিলা দেবী সহ অস্ত্র তার।
সারথি সহিত ঘোড়া করিলা সংহার॥
ধনু কাটি ধ্বজা তার উড়ায় আকাশে।
ছিন্ন ভিন্ন হৈল অঙ্গ বাণের পরশে॥
সারথি সহিত ঘোড়া কাটা গেল তার।
খড়্গহস্তে দ্রুত যায় দেবী মারিবার॥
সিংহের উপরে করে খড়্গের আঘাত।
উপনীত হ'ল গিয়া দেবীর সাক্ষাৎ॥
দেবীর যে বাম ভুজে করিল আঘাত।
দেবী ভুজে পড়ি খড়্গ ভাঙ্গিল হঠাৎ॥
কোপে রক্তবর্ণ চক্ষু শূল লৈয়া করে।
ক্ষেপিলেন শূল ভদ্রকালীর উপরে॥

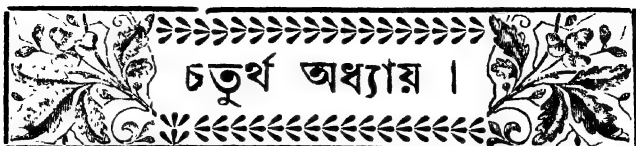
অংকাশেতে দেখি যেন রবির কিরণ।
সেরূপ জাজ্জ্বল্য শূল ঘোর দরশন॥
অসুরের শূল দেখি দেবী হানে শূল।
দৈত্যশূল শতখণ্ডে হইল নির্ম্মূল॥
দেবীশূলে দৈত্য সেনাপতি হ'ল চুর।
হস্তীতে চড়িয়া আইল চামর অসুর॥
দেবার উপরে শক্তি ক্ষেপিল প্রচণ্ড।
দেবীর হুঙ্কারে শক্তি হৈল খণ্ড খণ্ড॥
শক্তি ভগ্ন দেখিয়া ক্রোধেতে হানে শূল।
দেবীবাণে সেই শূল হইল নির্ম্মূল॥
তবে সিংহ লম্ফ দিয়া উঠে গজপৃষ্ঠে।
বাহুযুদ্ধ দুই বীর করে একদৃষ্টে॥
হস্তী হ'তে দুই বীর ভূপৃষ্ঠে নামিল।
অতিক্রোধে বিপরীত যুদ্ধ আরম্ভিল॥
দুই বীরে যুদ্ধ করে অতি চমৎকার।
গভীর গর্জ্জনে দোঁহে করয়ে প্রহার॥
বেগে লম্ফে দুষ্টাসুর উঠিল আকাশে।
সিংহ তারে ভূমে পাড়ে অতুল সাহসে॥
অগ্নিসম জ্বলে কোপে সিংহ মহাবীর।
কামড়ে চামর প্রাণ করিল বাহির॥
শিলাবৃক্ষ ল'য়ে দেবী করি মহারণ।
উদগ্রাক্ষ সেনাপতি করিলা নিধন॥
কঠোর চাপড় আর মুষ্টির আঘাতে।
করাল অসুর নামে পড়িল ভূমিতে॥

গদাঘাতে চৌদ্দশত অসুর সংহারি।
ভিন্দিপাল শরে দেবী বাস্কলেরে মারি॥
উগ্রবীর্য্যাসুর আর মহাহনু বীর।
ত্রিশূল আঘাতে দেবী লইলেন শির॥
দেবীর অসির তেজে অসুর বিরাণ।
দুর্ম্মুখ দুষ্কুল সহ হৈল খান খান॥
মহিষাসুরের ক্রমে সেনা হয় হ্রাস।
মহিষরূপ ধরে দুষ্ট মনে পায় ত্রাস॥
কাহাকে মারয়ে তুণ্ডে কেহ মরে খুরে।
কাহাকে লাঙ্গুলে মারে দুশৃঙ্গে বিদারে॥
মৈষাসুর অতি বেগে ভ্রমিয়া বাতাসে।
কুমারের চক্রসম সৈন্য পড়ে ত্রাসে॥
মৈষাসুর নাসা হ'তে শ্বাস বাহিরায়।
শ্বাসের বাতাসে সেনা ভূমেতে গড়ায়॥
মারিয়া বিস্তর সৈন্য সিংহ প্রতি ধায়।
দারুণ প্রহার করে কেশরীর গায়॥
তাহা দেখি ক্রোধ হ'ল দেবী ভগবতী।
দেখি ঘুরে মৈষাসুর বিদারয়ে ক্ষিতি॥
অতি ঘোরতর শব্দে আস্ফালন করি।
দুই শৃঙ্গে উপাড়য় অতি উচ্চ গিরি॥
ভ্রমণের বেগে গিরি করে টল মল।
লাঙ্গুল তাড়নে কাঁপে সমুদ্রের জল॥
দুই শৃঙ্গে বিদারয়ে পর্ব্বত প্রচণ্ড।
বাতাসে উড়ায় যেন মেঘ খণ্ড খণ্ড॥

দুরাচার মৈষাসুর নিশ্বাস বাতাসে।
পর্ব্বত সহস্র শত উড়ায় আকাশে॥
অগ্নিসম ক্রোধ হ'য়া আসে মৈষাসুর।
দেখিয়া চণ্ডিকা ক্রোধ করিলা প্রচুর॥
পাশ অস্ত্র ছাড়ি দেবী করিলা বন্ধন।
রণস্থলে ছাড়িলেক মহিষ-বরণ॥
দুরাচার মৈষাসুর করে নানা মায়া।
স্বরূপ ত্যজিয়া শীঘ্র ধরে সিংহকায়া॥
পুনর্ব্বার হ'ল দুষ্ট মনুষ্য শরীর।
অস্ত্রাঘাতে দেবী তাকে করেন অস্থির॥
খড়্গ চর্ম্ম ক্ষেপে দেবী করিতে সংহার।
পুনর্ব্বার ধরিলেক হস্তীর আকার॥
শুণ্ড বিস্তারিয়া সিংহ করে আকর্ষণ।
ঘোরতর শব্দে সিংহ করয়ে গর্জ্জন॥
খড়্গ চর্ম্মে নিবারণ করিলা পার্ব্বতী।
পুন ধরিলেক দুষ্ট মহিষ আকৃতি॥
কাতরেতে ত্রিভুবনবাসী কম্পবান্।
অতি ক্রোধে ভগবতী সুরা করে পান॥
পুনঃ পুনঃ পান করি অট্ট অট্ট হাসে।
অরুণ বরণ চক্ষু ভুবনে প্রকাশে॥
এই অবকাশে নৃত্য করে মৈষাসুর।
বলবীর্য্য ঊর্দ্ধগামী হইল প্রচুর॥
দুই শৃঙ্গে উপাড়িয়া পর্ব্বত শিখর।
চণ্ডিকা উপরে হানিলেক দৈত্যবর॥

দেখিয়া চণ্ডিকাদেবী আইসে পর্ব্বত।
প্রখর অস্ত্রেতে তারে করে চূর্ণশত॥
চণ্ডী বলে শুন ওহে দুষ্ট দুরাচার।
কেন মদমত্ত হ'য়া কর অহঙ্কার॥
গৌরবেতে হ'য়ে রত করহ গর্জ্জন।
তোমার নিধনে গর্জ্জিবেক দেবগণ॥
অতঃপর লম্ফ দিয়া দেবী ভগবতী।
মৈষাসুর পৃষ্ঠে দেবী হইলেন স্থিতি॥
পদভরে চাপিয়া ধরিল কণ্ঠ তার
শূল দ্বারা নানাবিধ করিল প্রহার॥
শূলের তাড়না আর চরণের ভার।
অতি যন্ত্রণাতে মুখ করিলা বিস্তার
মুখ হ'তে অর্দ্ধপুরুষ বাহির হইল
দেবীর বাণেতে তার মুখ সম্বরিল॥
অর্দ্ধ বিকাশিয়া যুদ্ধ করে বিপরীত
দেবীর অসিতে শির পড়িল ভূমিত।
হাহাকার শব্দ করি দৈত্যসৈন্য ধায়।
নাশ হবে ভয়ে দিগ্‌দিগন্তরে যায়॥
আপদ খণ্ডনে হর্ষ হ'ল দেবগণ।
দেবী পাদপদ্মে সবে করয়ে স্তবন॥
গাইছে গন্ধর্ব্ব নাচে অপ্সরা সকল।
অধীন ভৈরবে রচে চণ্ডিকা-মঙ্গল॥





চতুর্থ অধ্যায়।

দেবগণের স্তুতি।

ত্রিপদী।

মৈষাসুর পড়ে রণে, ইন্দ্র আদি দেবগণে,
চণ্ডিকার করে নানা স্তুতি।
অতি ভক্তি নম্র শিরে, লোটাইয়া ক্ষিতি পরে,
কর যোড়ে স্তবয়ে পার্ব্বতী॥
তুমি দেবী বট জয়া, তুমি দেবী মহামায়া
তুমি জগতের আদ্যাশক্তি।
তুমি বিনা শক্তি নাই, তুমি নিখিলের আই,
দেব ঋষি পূজে করি ভক্তি॥
ভক্তে নমস্কার করে, সুখে রাখ তা সবারে,
তুমি দেবী জগতের মাতা।
তোমার প্রভাব অতি, হরিহর প্রজাপতি,
কহিবারে নাহিক ক্ষমতা॥
তুমি পৃথিবী রক্ষিণী, ভয় হরা নারায়ণী,
ভক্তের তুমি হে জ্ঞানদাতা।
লক্ষ্মী সুজনের ঘরে, অলক্ষ্মী পাপীর পুরে,
বুদ্ধিরূপে ধীর দেহে স্থিতা॥

শত শ্রদ্ধা মা স্বরূপা, কুলীনের লজ্জা রূপা,
বহু শ্রমে রাখিয়াছ ক্ষিতি।
হীন বুদ্ধি কি কহিব, অতুল মহিমা তব,
সর্ব্ব গুণময়ী ভগবতী॥
কৃপা কর মূঢ় জানি, দয়া রূপে মা জননী
কহিবারে শক্তি আছে কার।
তব বলবীর্য্য অতি, বিস্তর অসুর ঘাতি,
যুদ্ধেতে সুচরিত্র তোমার॥

পয়ার।

দেবাসুর জীব যত আছয়ে সংসার।
কহিতে না পারে তব চরিত্র অপার॥
জগত রক্ষার্থে তুমি ত্রিশূল ধারিণী।
নারায়ণ প্রকাশিতে না পারে আপনি॥
সর্ব্বভূতে প্রদত্ত যে করিছ স্বঅংশ।
পরব্রহ্ম হও তুমি নাহি তব ধ্বংস॥
স্বহা উচ্চারণে যজ্ঞে তৃপ্তি দেবগণ।
সেই স্বহা নাম দেবী করে'ছ ধারণ॥
স্বধা তোমার নাম করে উচ্চারণ।
তাতে অতিশয় তুষ্ট যত পিতৃগণ॥
মোক্ষ পদ হেতু তুমি মহিমা অপার।
জিতেন্দ্রিয় জনে তত্ত্ব না পার তোমার

মুখ্য পদ আকাঙ্ক্ষিত আছয়ে সমস্ত।
তবগুণে তা সবার দোষ হয় অস্ত॥
তুমি বৃদ্ধা ভগবতী প্রকৃতি প্রধান।
ঋক্‌যজুসাম তিন বেদের প্রমাণ॥
তুমি মেধা অখিলের তুমি শাস্ত্রাগার।
দুর্লঙ্ঘ্য সাগরে তুমি একা কর্ণধার॥
লক্ষ্মীরূপে বিষ্ণুরূপে তোমার যে বাস।
তুমি গৌরী, ললাটেতে চন্দ্রের প্রকাশ॥
ঈষৎ হাস্য মুখ তব অত্যন্ত নির্ম্মল।
সুবর্ণ সদৃশ বর্ণ করে ঝলমল॥
দেখিয়া দেবীর ক্রোধ ভ্রূকুটি বদন।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিত গগণ॥
হ'য়ে ছিলা ক্রোধ তবু পূর্ণচন্দ্র মুখ।
দেখি তাহা অসুরের কেঁপেছিল বুক॥
প্রাণ ত্যজে মৈষাসুর দেখিয়া বদন
কে বাঁচে দেখিয়া দেবীর ক্রোধের বরণ॥
প্রসিদ্ধ প্রসন্না দেবী ভূবন প্রকাশ।
তুমি যারে কর ক্রোধ সমূলে বিনাশ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া জ্ঞান পে'য়েছে সকল।
হরিয়াছ বীর মৈষাসুর বীর্য্য বল॥
ভগবতী যার প্রতি সদায় প্রসন্ন।
জন্মিয়াছে পৃথিবীতে তারে বলি ধন্য॥
ধনী মধ্যে গণ্য সেই মান্য অতিশয়।
কোন মতে তার বংশ নাহি হয় ক্ষয়॥

যাঁর প্রতি দয়া তুমি কর মহামায়।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত বলি তারে কহা যায়॥
তুমি সুপ্রসন্ন যারে সেই যায় স্বর্গে।
ত্রিলোকের ফল দেবী তব হ'তে ভোগে॥
বিষম সঙ্কট পথে থাকিয়া যে প্রাণী।
পরিত্রাণ পায় তারা স্মরি নারায়ণী॥
স্থির চিত্তে যেই জনে স্তবয়ে পার্ব্বতী।
তারে দেবী প্রদান করয়ে শুভ ইতি॥
তুমি বিনা হৃষ্ট চিত্ত আছে কোন জন।
দরিদ্রের দুঃখ দেবী করিতে হরণ॥
দুষ্ট বধে হইল সৃষ্টির উপকার।
তব হস্তে মরি দুষ্ট হইল উদ্ধার॥
দেবী কোপদৃষ্টে কেবা না হয় নিধন।
নিধন হইলে স্বর্গ পায় সেই জন॥
সংগ্রামেতে মৃত্যু হ'লে স্বর্গপুরে যায়।
সে কারণে অস্ত্র ধরি বধে মহামায়॥
শূল হস্তে আমা সবে রক্ষহ ঈশ্বরী।
পতিত পাবনী রক্ষ হ'য়া খড়্গাধারী॥
ঘণ্টার শব্দেতে রক্ষা কর দেবী জয়া।
ধনুর টঙ্কারে রক্ষা কর মহামায়া॥
পূর্ব্ব পশ্চিম রক্ষঃ হ'য়া অনুকুল।
দক্ষিণ উত্তর রক্ষ ভ্রমাইয়া শূল॥
যথা শান্তরূপে তুমি কর চলাচল।
সুখে বঞ্চে সেই দেশবাসী যে সকল॥

আমাদের অভিলাষ সেইরূপ ধরি।
ত্রিভূবন রক্ষা কর জগত ঈশ্বরী॥
খড়্গা শূল গদা আদি মুষল মুগ্দর।
দেখি রিপুগণ ভয়ে কাঁপে থর থর॥
সেই সব অস্ত্র ল'য়া জগত জননী।
আমা সবে রক্ষিতেছ দেবী নারায়ণী॥
মুনি বলে শুন ওহে সুরথ রাজন।
এইরূপ স্তুত করে যত দেবগণ॥
লইয়া কুসুম পুষ্প ধুপ দীপ সনে।
অর্চ্চিলা জগদীশ্বরী যত দেবগণে॥
কহিল দেবের প্রতি দেবী ভগবতী।
তোমাদের স্তবে আমি তুষ্ট হই অতি॥
যেই ইচ্ছা বর চাহ আমার নিকটে।
বরপ্রদা হব আমি কহি অকপটে॥
দেবগণে বলে বর পেয়েছি প্রচুর।
ত্রাণ যবে করিবাছ বধিয়া অসুর॥
আর যদি বর দিবে ওহে মহেশ্বরী।
স্মরণেতে তুষ্ট হ'তে লইবে উদ্ধারি॥
যেই ভক্ত ডাকে তোমা বিনয় বচনে
দারা পুত্রে বাড়াইয়া রাখ ধন জনে॥
আত্ম হিত সংসারের হিতের কারণ।
দেবগণ ভক্তি ভাবে করে নিবেদন॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী হ'ল অন্তর্দ্ধান।
মুনি বলে শুনহ সুরথ জ্ঞানবান॥

জগতের করিবারে যত হিত কর্ম্ম।
দেবগণ অঙ্গ হ'তে হইলেন জন্ম॥
শুম্ভ আদি দৈত্যগণ করিয়ে নিধন।
উপকার পায় যত দেব নরগণ॥
বিস্তারিয়া কহিলাম শুনহ সকল।
শ্রীভৈরব দাসে কহে চণ্ডিকা মঙ্গল॥



পঞ্চম অধ্যায়।

রাজ সংবাদ।

মুনি বলে শুন রাজা দেবীর চরিত্র।
অবধান কর ভূপ হইয়া পবিত্র॥
শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য ছিল দুইজন।
ইন্দ্রের সহিতে করিলেক মহারণ॥
মদে মত্ত দুষ্টাসুর অস্ত্রে করি বল।
ত্রৈলক্যের যত কিছু হরিল সকল॥
সূর্য্যের সূর্য্যত্ব নিল ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব।
কুবেরের কর্ম্ম লয় যমের যমত্ব॥
বরুণের বৃত্তি লয় চন্দ্রের চন্দ্রত্ব।
পবন অগ্নির বৃত্তি নিল হয়ে মত্ত॥
দুষ্ট সে অসুর জাতি নাহি জ্ঞান ধর্ম্ম।
হরিলেন দেবতার যার যেই কর্ম্ম॥
রাজ্য ত্যাগি যুদ্ধে পরাজিত দেবগণ।
ব্যাকুলিত হারাইয়ে স্বীয় স্বীয় ধন॥
ভয়ে কম্পবান দেব নাহিক উপায়।
অসুরের ভয়ে স্মরে দেবী মহামায়॥
পড়েছি আপদে দেবী হও সুপ্রকাশ।
কৃপা করি আপদ মা করহ বিনাশ॥

এই যুক্তি করি দেব চলিল সত্বর।
যথা আছে হিমালয়ে পর্ব্বত ঈশ্বর॥
বিবিধ প্রকারে করে দুর্গারে স্তবন।
অসুর আপদ হ'তে করহ রক্ষণ।
নম মাতা মহাদেবী শিবের ঘরনী॥
তুমি দীপ্তি তুমি চন্দ্রমুখী নারায়ণী।
তুমি বিদ্যা তুমি বুদ্ধি তুমি সে কল্যাণী॥
তুমি মা সর্ব্বানী লক্ষ্মী পতিত পাবনী॥
তুমি দুর্গা নাম ধর দুর্গতি নাশিনী॥
খ্যাতা কৃষ্ণা ধূমাবতী নম কাত্যায়নী॥
শান্ত মূর্ত্তি রৌদ্ররূপা মহেশ গৃহিনী।
তুমি মা প্রতিষ্ঠা দেবী জগত জননী॥
যেই দেবী বিষ্ণুমায়া সর্ব্বঘটে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
যে দেবা চৈতন্যরূপে সর্ব্বঘটে স্থিতি।
ন· নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
ক্ষুধারূপে যেই দেবী সর্ব্বঘটে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
ছায়ারূপে যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
শক্তিরূপে যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে তৃষ্ণারূপে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥

যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে ক্ষান্তিরূপে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে লজ্জারূপে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে শান্তিরূপে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে শ্রদ্ধারূপে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে কান্তিরূপে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে লক্ষ্মীরূপে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে বৃত্তিরূপে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে তুষ্টিরূপে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে স্মৃতিরূপে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
দেই দেবী সর্ব্ব ঘটে দয়ারূপে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে মাতারূপে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে ভ্রান্তিরূপে স্থিতি
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥

ইন্দ্রিয়েতে অধিষ্ঠান যেই ভগবতী।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
নিত্য অখিলের ভূতে যেই দেবী স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
চিত্তরূপে যেই দেবী সর্ব্ব ঘটে স্থিতি।
নম নম নম তাঁর চরণে প্রণতি॥
মহিষাসুর বধ কালে ইন্দ্র আদি দেব।
বিবিধ প্রকারে তোমা করিয়াছে স্তব॥
শুভ হেতু সানুকূল হও মা ঈশ্বরী।
শুভদান কর মাতা আপদ সংহারি॥
এই মতে স্তব করে দেবতা সকল।
স্নান হেতু যায় দেবী জাহ্নবীর জল॥
কহিলেন ভগবতী শুন দেব সব।
কি কারণে তোমা সবে আমা কর স্তব॥
কথোপকথনে, ভগবতী দেহ হ'তে।
উদ্ভব হইল এক দেবী আচম্বিতে॥
ডাকিয়া বলেন দেবী যত দেবগণে।
নিরস্ত হ'য়েছ সবে শুম্ভ দৈত্য রণে॥
নিশুম্ভ করিছে তোমা সবে পরাজয়।
অপমানে স্তব কর আসি হিমালয়॥
যে দেবী বাহির হ'ল পার্ব্বতী হইতে।
কৈষিকী তাঁহার নাম রহিল জগতে॥
নির্গতে কৈষিকী দেবী কাল বর্ণ হ'ল।
কালিকা তাঁহার খ্যাতি জগতে রহিল॥

মনোহর রূপে দশদিক ঝল মল।
রহিল কৈষিকী দেবী যুড়ি হিমাচল॥
চণ্ড মুণ্ড দুই দৈত্য শুম্ভ অনুচর।
যাতায়াত করে তারা দেশ দেশান্তর॥
দেবীকে দেখিয়া চণ্ড মুণ্ড দুই চর।
শীঘ্র জানাইল গিয়া রাজার গোচর॥
এক রামা দেখিলাম সুন্দরী নির্ম্মল।
তাঁর রূপে হিমালয় করে ঝল মল॥
নাহি জানি সেই বামা কাহার রমণী।
ভুবনমোহিনী রূপ শুন নৃপমণি॥
তত্ত্ব লও মহারাজ হয় কার নারী।
অবিলম্বে দেখ গিয়া পরমা সুন্দরী॥
কর যত্ন নারী রত্ন কি কব অধিক।
সে নারীর রূপে দীপ্তি করে দশদিক॥
এমত আশ্চর্য্যরূপ দেখি নাই আমি।
দেখিলে মোহিত হবে যদি দেখ তুমি॥
গজ অশ্ব মণি আদি রত্ন আছে যাহা।
সংসারের যত দ্রব আনিয়াছ তাহা॥
পারিজাত পুষ্প গজরত্ন ঐরাবত।
পুরন্দর হ'তে দ্রব্য আনিয়াছ যত॥
উচ্চৈশ্রবা ঘোটক দিয়েছে পুরন্দরে।
ব্রহ্মার যে হংস রথ আছে তব ঘরে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে তব পরাজিত।
তব নাম উল্লেখেতে সবে হয় ভীত॥

কুবের হ'তে আনিয়াছ মহাপদ্ম নিধি।
পদ্মমালা কেশর দিয়েছে জলনিধি॥
বরুণের স্বর্ণছত্র ক'রেছ ধারণ।
তব বল বীর্য্য রাজা ব্যক্ত ত্রিভুবন॥
আনিয়াছ বহুদ্রব্য হ'তে দেবগণ।
দণ্ড আদি মহা অস্ত্র জিনিয়া শমন॥
বরুণের অস্ত্র আছে তোমার মন্দিরে।
তুমি কারে ভয় কর সংসার ভিতরে॥
সমুদ্রেতে যত দ্রব্য হ'য়েছে উৎপত্তি।
তোমার ঘরেতে সব আছয়ে নৃপতি॥
অনলে না হয় দগ্ধ এমত রতন।
চন্দ্রে তোমা দিয়াছেন শুন হে রাজন॥
সংসারের যত ধন করিছ হরণ।
এই নারী রত্ন কেন না কর হরণ॥
চণ্ড মুণ্ড কথা শুনি দৈত্যের ঈশ্বর।
ডাকিয়া সুগ্রীব দূত আনিল সত্বর।
দৈত্যপতি বলে তারে হইয়া চঞ্চল।
যে প্রকারে রত হয় কহিবে সকল॥
চলিলেক দূত যেই পর্ব্বতে কামিনী।
কহিলেক সব কথা মধুরসবাণী॥
দূতে বলে শুন দেবী আমার বচন।
ত্রৈলোক্য ঈশ্বর শুম্ভ জানে সর্ব্বজন॥
মম প্রতি হইয়াছে রাজার আদেশ।
প্রকাশ করিয়া কহি শুনহ বিশেষ॥

সর্ব্ব দেবগণ হ'তে শুম্ভ সে প্রধান।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী কহি তব স্থান ॥
মহা বলবান রাজা ত্রৈলোক্য ঈশ্বর।
সর্ব্ব দেবগণ বশীভূত আর নর॥
যজ্ঞ ভাগ ভিন্ন ভিন্ন ক'রেছে ভক্ষণ।
তাঁর ঘরে ত্রৈলোক্যের আছে যত ধন॥
সমুদ্র মথনে যত জন্মিয়াছে ধন।
গজ রত্ন অশ্ব আনে ইন্দ্রের বাহন॥
স্ত্রীরত্ন বলিয়া তোমা কহে লোক সবে।
আমাদের রাজ্ঞী হ'লে রত্ন ভূষা হবে॥
রাজা কিংবা অনুজ নিশুম্ভ বীরমণি।
এঁকেরে ভজন কর কমল নয়নী॥
যদি তুমি তাঁর ঘরে করহ গমন।
দাস সম দেবগণে করিবে সেবন ॥
তাঁহাকে ভজিলে দেবী হবে বহু সুখী।
সত্বর চলহ আমা সঙ্গে চন্দ্রমুখী॥
দূতবাক্য অবগত হইয়া ভবানী।
কোপ ত্যজি ধৈর্য্য ধরি কহে রস বাণী॥
ওহে দূত! যাহা কহ মিথ্যা কিছু নহে।
ত্রিভুবন কর্ত্তা শুম্ভ সর্ব্বলোকে কহে॥
নিশুম্ভ যে মহাবীর জানে জগজ্জন।
আমি শিশুকালে এক করিয়াছি পণ॥
অল্পবুদ্ধি শিশুকালে করিয়াছি পণ।
শ্রবণ করহ দূত কহি বিবরণ॥

যে আমায় যুদ্ধে জিনে করি মহারণ।
যেই জনে মম দর্প করিবে ভঞ্জন॥
মম প্রতিযোগী দূত যেই জন হয়।
সেই বীর মম পতি হইবে নিশ্চয়॥
চলি যাও দূত তুমি কহ শুম্ভ বীরে।
পাণিগ্রহ করে যেন জিনিয়া সমরে॥
দূত বলে শুনিলাম বড় বিপরীত।
তোমার বাক্যেতে দেবী না জন্মে প্রতীত॥
কখন ও দেখি, শুনি নাই ত্রিভুবনে।
যুদ্ধে জয়ী হবে শুম্ভ নিশুম্ভের সনে॥
অন্য অন্য দৈত্য আর দেবে করে রণ।
ভয়েতে কাতর সব রাজার সদন॥
পুরুষ দাঁড়াতে নারে যাঁহা'র সাক্ষাতে।
তুমি নারী হ'য়া দাঁড়াইবে কোন মতে॥
যদি নাহি যাও তুমি করিয়া গৌরব।
চুলে ধরি নিয়া যাব করিয়া লাঘ ॥
দেবী বলে জানি আমি শুম্ভ বলবান্।
সেরূপ নিশুম্ভ হয় বীরের প্রধান॥
পূর্ব্বে আমি এই মত করিয়াছি পণ।
কেমনে করিব আমি এক্ষণে হেলন॥
মম বার্ত্তা ল'য়ে যাও রাজার গোচর।
কার্য্য উপযুক্ত বুঝি করেন সত্বর॥



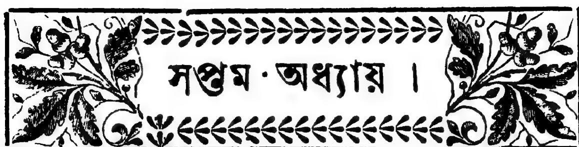
ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধুম্রলোচন বধ।

দেবী বাক্য শুনি দূত অতি ক্রোধ করি।
রাজার সাক্ষাতে গিয়া কহিল বিস্তারি॥
দূত বাক্যে ক্রোধ রাজা হইল প্রচুর।
ডাকিয়া আনিল ধুম্র লোচন অসুর॥
হে ধুম্রলোচন যাও সৈন্য সঙ্গে করি।
বলে আন সে দুষ্টা বামার কেশে ধরি॥
তার রক্ষা হেতু যদি আসে কোন জন।
প্রাণে মার যক্ষ কি গন্ধর্ব্ব দেবগণ॥
রাজার আদেশে তবে সেই সেনাপতি।
ছয় অযুত সৈন্য ল'য়া যুদ্ধে করে গতি॥
যাইয়া দেখিল চণ্ডী পর্ব্বতেতে স্থিতি।
কহিতে লাগিল বীর চণ্ডিকার প্রতি॥
পর্ব্বতে যে থাকা তব উপযুক্ত নয়।
আস উপযুক্ত স্থানে শুম্ভের আলয়।
সহজে না যাও যদি শুনহে সুন্দরী।
রাজার আদেশে তোমা নিব কেশে ধরি॥

দেবী বলে ত্যাগ কর সেই অহঙ্কার।
বলে ধরি নিতে নাই ক্ষমতা তোমার॥
তাহা শুনি দেবীকে মারিতে দুরাচার।
যাইতে দেখিয়া দেবী মারিল হুঙ্কার॥
হুঙ্কারে হইল ভস্ম সেই মহাবীর।
অন্যান্য অসুরগণ হইল অস্থির॥
অবশিষ্ট সৈন্য যত রহিল তাহার।
ঘোর শব্দে সব সৈন্য করে মহামার॥
ক্রোধে অতি কম্পবান ঘোর নাদ করি।
সৈন্য মধ্যে লম্ফ দিয়া পড়িল কেশরী॥
হস্তের প্রহারে বহু সৈন্য ক'র চূড়।
দুই ওষ্ঠে বিদারিয়া মারয়ে অসুর॥
উদর বিদারে নখে সিংহ মহাবীর।
চাপড় আঘাতে কার চূর্ণ করে শির॥
দন্তাঘাতে বহু সৈন্য বধয়ে সমরে।
বক্ষ বিদারিয়া কার রক্তপান করে॥
দেবী আর সিংহ অতিশয় ক্রোধ হ'য়া।
ক্ষণেকে করিল নাশ সকল বধিয়া॥





সপ্তম অধ্যায়।

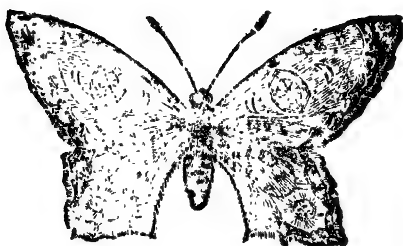
চণ্ডমুণ্ড বধ।

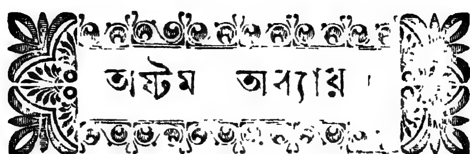
ধূম্রলোচনের বধ শুনি দৈত্যরাজ।
বড় ক্রোধ হৈল তার অগ্নিসম তেজ ॥
ক্রোধে মত্ত দৈত্যরাজ কাঁপয়ে অধর।
ডাক দিয়ে চণ্ড মুণ্ড আনিল সত্বর ॥
যাও চণ্ড মুণ্ড যুদ্ধে বহু সৈন্য ল'য়া।
হিমালয়ে গিয়া রামা আনহ ধরিয়া ॥
অতি শীঘ্রগতি যাও ওহে বাছাধন।
ধরিয়া আনহ কন্যা করি মহারণ ॥
প্রাণপণে যুদ্ধ করি দেবী সৈন্য মারি।
তাহাকে ধরিয়া আন মারিয়া কেশরী ॥
রাজার আদেশে চণ্ডমুণ্ড চলি যায়।
চতুরঙ্গ সৈন্য ল'য়া যুদ্ধ মুখে ধায় ॥
দেখে ভগবতী মুখে অট্ট অট্ট হাস।
সিংহ পৃষ্ঠে মহামায়া দেখিতে প্রকাশ ॥
চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারা হইয়া বেষ্টিত।
চণ্ডমুণ্ড মহাবীর যুদ্ধে উপস্থিত ॥

শত্রুকে দেখিয়া দেবী অতি ক্রোধ মন।
কোপে কালবর্ণ তাঁর হইল বদন॥
ললাট হইতে জন্মে করাল বদনা।
খড়্গহস্তা নরমুণ্ডা মাল্যবিভূষণা॥
অতি ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান।
দেখে লোমহর্ষ হয় আর কাঁপে প্রাণ॥
লোল জিহ্বা ভয়ানক বিস্তার বদন।
রক্ত জবা সমতুল্য লোহিত লোচন॥
সে চক্ষু তেজেতে দগ্ধ হয় দৈত্যগণ।
সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে করয়ে ভক্ষণ॥
হস্তী ঘোড়া যত ছিল হাজারে হাজার।
রথধ্বজ সহ দেবী করেন আহার॥
এক হস্তে ধরি দেবী মুখেতে ফেলায়।
দৈত্যেরে ভক্ষিয়া দেবী উদর ভরায়॥
যোদ্ধাগণ অশ্বরথ সারথি সহিত।
একিকালে ক্ষেপে দেবী মুখে আচম্বিত॥
ভয়ঙ্করা ভগবতী দেখে লাগে ভয়।
মাহুত সহিত হস্তী চিবাইয়া ক্ষয়॥
কাহার কেশেতে ধরে কার ধরে গলে।
পদে আকর্ষিয়া কারে ফেলে ভূমিতলে॥
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র যত ছাড়ে দৈত্যগণ।
অবিলম্বে গ্রাসে তাহা করিয়ে চর্ব্বণ॥
রণে আসিয়াছে যত অসুরের সেনা।
ভক্ষণ করেন দেবী করিয়া তাড়না॥

দেবীর অসির ঘায়ে জীবন হারায়।
অস্ত্রের আঘাতে কেহ চুর্ণ হ'য়া যায়॥
ক্ষণেকের মধ্যে সেই অসুরের দল।
নিপাত করিল দেবী বধিয়া সকল॥
চণ্ডবীর দেখি কালী অতি ভয়ঙ্কর।
ভীমা মূর্ত্তি হ'য়ে দেবী বরিষয়ে শর॥
চক্র দ্বারা বিধুমুখী দেবী মহামায়।
সহস্র সহস্র মুণ্ড ছেদিয়া ফেলায়॥
মেঘের উদরে যেন রবির প্রকাশ।
ভয়ঙ্কর নাদ করে অ অট্ট হাস॥
করাল বদনা দেবী দন্ত জ্বলে অতি।
ঘোরতর শব্দে রসাতলে যায় ক্ষিতি॥
সিংহে চড়ি কালী যায় যথা চণ্ডবীর।
কেশে ধরি অসি মারি কাটিলেন শির॥
চণ্ডকে বধিয়া দেবী মুণ্ড প্রতি ধায়।
ক্রোধে খড়্গে মুণ্ড দুই খণ্ড করি যায়॥
চণ্ড মুণ্ড দুই বীর পড়িল দেখিয়া।
আতঙ্কবেগে ভগ্ন সৈন্য যায় পলাইয়া॥
চণ্ড মুণ্ডের শির লৈয়া ভগবতী।
অট্ট অট্ট হাসি কহে চণ্ডিকার প্রতি॥
আজি রণস্থলে মহা করিয়া সমর।
বধিয়াছি চণ্ড মুণ্ড স্বসৈন্যে সত্বর॥
মহাযুদ্ধ কর তুমি হ'য়া সাবধান।
শুম্ভ আর নিশুম্ভের তুমি লও প্রাণ॥

চণ্ডী বলে চণ্ডমুণ্ড করে'ছ নিধন।
চামুণ্ডা তোমার খ্যাতি থাকিবে ভুবন॥
পড়িলেক চণ্ডমুণ্ড দেবে করে স্তব।
চণ্ডিকা-মঙ্গল কহে অধীন ভৈরব॥





রক্তবীজ বধ।

চণ্ডমুণ্ড বধ শুনি দৈত্যের ঈশ্বর।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে অতি ভয়ঙ্কর॥
অতি ক্রোধচিত্ত হ'ল শুম্ভ বলবান।
আদেশিল সর্ব্ব সৈন্য হও আগুয়াণ॥
দৈত্যগণপ্রতি আজ্ঞা করে দৈত্যেশ্বর।
সব অস্ত্র-ধারী যুদ্ধে চলহ সত্বর॥
হস্তী অশ্ব যত ইতি শোণার সহিত।
সজ্জীভূত হও সবে অতি ত্বরান্বিত॥
পঞ্চাশত কোটি সৈন্য সাজিয়া প্রচুর।
ধূম্রলোচনের বংশ শতেক অসুর॥
কাল আর কালকেয় হও আগুসার।
লও ত্বরা যুদ্ধ সাজ আদেশে আমার॥
ভৈরব-শাসন সৈন্য রাজাজ্ঞা পাইয়া।
সহস্রে সহস্রে ধায় যুদ্ধমুখী হ'য়া॥
সেনাগণ দেখি চণ্ডী অতি ভয়ঙ্কর।
ধনুর টঙ্কারে কাঁপে দিগ দিগন্তর॥
অতি ঘোর নাদ করে সিংহ মহাবল।

সিংহনাদে ঘণ্টা শব্দে অসুর বিকল॥
সিংহনাদে ঘণ্টা শব্দে ধনুর টঙ্কার।
ক্ষিতি টল মল দশ দিক অন্ধকার॥
ভয়ঙ্কর রূপে কালী মারিল হুঙ্কার।
জিহ্বা বাহিরিল আর বদন বিস্তার॥
শুনিয়া দেবীর শব্দ দৈত্য সৈন্যগণ।
ভীত চিত্তে চতুর্দ্দিকে করে পলায়ন॥
চণ্ডী কালিকা আর বাহন কেশরী।
নাশ করে দৈত্য সৈন্য নানা অস্ত্র ধরি॥
দেবগণে শ্রেষ্ঠ যাঁরা বীর্য্য বল বন্ত।
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি কার্ত্তিক অনন্ত।
এই সব দেবগণ দেহ হ'তে শক্তি।
বাহির হইয়া যায় যথায় পার্ব্বতী॥
যে দেবের যেইরূপ বাহন ভূষণ।
সেই মত সেই শক্তি হইল গঠন॥
বাহির হইয়া তবে দেব শক্তিগণ।
অসুর সম্মুখে যায় করিবারে রণ॥
হংস বিমানেতে চড়ি পরমা সুন্দরী।
আসিল ব্রহ্মাণী দেবী কমণ্ডলু ধারী॥
বৃষ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সুন্দরী।
ত্রিশূল ধরিয়া গেল দেবী মহেশ্বরী॥
সাজিল কুমারী দেবী শক্তি হস্তে করি।
কার্ত্তিকের শক্তি সেই অতুল সুন্দরী॥
সাজিল বৈষ্ণবী দেবী বিষ্ণুর গৃহিণী।

গরুড় উপরে শোভা করে নারায়ণী॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি করে।
দেখিয়া আশ্চর্য্যরূপ দৈত্য ভয়ে মরে॥
বারাহিনী দেবী সাজে বরাহ আকার।
শক্তি হস্তে হয় দেবী যুদ্ধে আগুসার॥
নৃসিংহিনী দেবী সাজে করি নানা মায়া।
অর্দ্ধেক মানবাকৃতি অর্দ্ধ সিংহ কায়া॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী করি হস্তী আরোহণ।
বজ্র হস্তে যায় দেবী করিবারে রণ॥
সহস্র লোচন নামে খ্যাত সুরপতি।
সেই অনুসারে সাজিলেক তাঁর শক্তি॥
এই মতে সাজিলেন যত শক্তিগণ।
যুঝিবারে যায় যথা আছে দৈত্যগণ॥
শক্তিগণ প্রতি চণ্ডী কহিল তখন।
যুদ্ধ করি দৈত্য সৈন্য করহ নিধন॥
মহা ঘোরতর রূপে চণ্ডিকা হইতে।
শক্তি এক বহির্গত শিবা শতে শতে॥
উগ্র চণ্ডা সেই শক্তি করে নানা মায়া।
ধূম্র বর্ণ জটা তাঁর কাল বর্ণ কায়া॥
বহির্গত শিবাগণ করে ঘোর নাদ।
দৈত্যগণ বলে বুঝি ঘটিল প্রমাদ॥
দূত প্রতি কহে দেবী যাও শীঘ্র গতি।
যথা আছে শুম্ভ রাজা নিশুম্ভ প্রভৃতি।
আর আর যেই দৈত্য যুদ্ধে উপস্থিত॥

তাহাদের নিকটেতে কহ ত্বরান্বিত।
ত্রৈলোক্যের ইন্দ্র হবে পাবে দেবগণ॥
দেবগণে যজ্ঞভাগ করিবে ভক্ষণ।
তোমরা সবে যদি চাহ জীবনের আশ॥
পাতালেতে সবান্ধবে করহ নিবাস॥
আদেশ লঙ্ঘন যদি কর অহঙ্কার।
অনায়াসে হবে সবে শিবার আহার।
যত সৈন্য আসিয়াছে দৈত্যরাজ সঙ্গে॥
শিবাগণ ভক্ষিবেক তাহা নানা রঙ্গে।
দেবীর এসব কথা শুনিয়া অসুর।
কাত্যায়নী প্রতি কোপ করিল প্রচুর॥
ভুষণ্ডি তোমর শেল গদা শক্তি শর।
বরিষণ করে সবে দেবীর উপর॥
দেবী ছাড়িলেক চক্র নানাবিধ শূল।
কাটিয়া দৈত্যের বাণ করিল নির্ম্মূল॥
শূল হানি বহু সৈন্য করিল বিদার।
খড়্গ কাটি সেনাগণ করিল সংহার॥
ফেলিল ব্রহ্মার শক্তি কমণ্ডলু জল।
হরিলেক দৈত্য হইতে যত শক্তি বল॥
ব্রহ্মাণী করিল বহু সৈন্যের সংহার।
চারিদিকে ধায় সৈন্য করিয়া হাহাকার॥
মহেশ্বরী ত্রিশূলেতে দৈত্য পরাভব।
চক্রেতে বৈষ্ণবী দেবী বিনাশে দানব॥
প্রহারেতে কুমারী দেবী শক্তি লয়ে হাতে।

দৈত্য সৈন্যগণ দেবী মারে শতে শতে।
বজ্র হস্তে ইন্দ্র শক্তি দৈত্য করে নাশ।
রণ ভূমি শক্তিগণের রূপেতে প্রকাশ॥
বক্ষ বিদারিয়া কারে ভূমিতে ফেলায়॥
রক্ত স্রবি হইলেক মহা নদী প্রায়।
বারাহিনী দেবী করে বদন বিস্তার।
ওষ্ঠাঘাতে বহু সৈন্য করয়ে সংহার॥
দন্তাঘাতে দৈত্য সৈন্য করয়ে চর্ব্বণ।
চক্র দ্বারা দৈত্য হয় নিমিষে নিধন॥
নখে বিদারিয়া কারে ভূমিতে ফেলায়।
খাইয়া বহুল সৈন্য উদর ভরায়॥
নার সিংহী নাদ করে হ'য়া দিগম্বরা।
অট্ট অট্ট হাসে শিবা জাতি ভয়ঙ্করা॥
অস্ত্রাঘাতে সৈন্যগণ ভূমিতলে পড়ে।
মাতৃগণ সকলেরে উদরেতে পূরে॥
মাতৃগণ মর্দ্দনেতে অসুর সকল।
পলাইয়া বেগে ধায় হইয়া বিকল॥
দেখিয়া সকল সৈন্য হইয়া অস্থির।
যুদ্ধ হেতু ক্রোধে ধায় রক্ত বীজ বীর।
এক বিন্দু রক্ত যদি তার দেহ হ'তে।
স্রবিয়া পড়য়ে তাহা ক্রমে পৃথিবীতে॥
তবে সেই রক্ত হ'তে এক মহা বীর।
উঠি হস্তে গদা ল'য়া যুদ্ধে হয় স্থির॥
শক্তি হস্তে ইন্দ্র শক্তি সহ করে রণ।

রক্তবীজ রণ দেখি কাঁপে দেবগণ ॥
তবে ইন্দ্র শক্তি দেবী বজ্র লইয়া হাতে।
করিল আঘাত দেবী রক্তবীজ মাথে ॥
বজ্রের আঘাতে তার স্রবয়ে শোণিত।
আর এক রক্তবীজ উঠে আচম্বিত ॥
সম তুল্য বলবান অতি পরাক্রম।
উঠিয়া যুদ্ধেতে বীর করে বহু শ্রম।
এই মতে যত তার রক্ত পড়ে ভূমে।
রক্ত হ'তে রক্তবীজ উঠে ক্রমে ক্রমে ॥
জন্ম মাত্র অবিলম্বে হাতে ল'য়া শর।
মাতৃগণ সহ যুদ্ধ করে ভয়ঙ্কর ॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী শক্তি লয়ে পুনর্ব্বার।
রক্তবীজ শিরচ্ছেদি করিল সংহার ॥
তার দেহ হ'তে রক্ত হইল বাহির।
সহস্র সহস্র হ'ল রক্তবীজ বীর ॥
চক্র হস্তে বৈষ্ণবী করিয়া মহারণ।
শত শত রক্তবীজ করেন নিধন ॥
ইন্দ্র শক্তি দেবী করে গদার আঘাত।
চক্রেতে বৈষ্ণবী করে দৈত্যের নিপাত ॥
কিন্তু রক্তবিন্দু স্রবি পড়িয়া ভূমিতে।
সহস্র সহস্র সৈন্য উঠে আচম্বিতে ॥
রক্তবীজ সমতুল্য সব হাতে শর।
শক্তিগণ সঙ্গে রঙ্গে করয়ে সমর ॥
শক্তি হস্তে সুকুমারী দানব সংহারে।

অসি হস্তে নারায়ণী দৈত্য নাশ করে॥
শূল হস্তে মহেশ্বরী রক্তবীজ মারে।
রক্তবীজ গদা হস্তে মহারণ করে॥
মাতৃগণ ক্রোধ হ'য়া রক্তবীজ প্রতি।
বধিবারে এরে তারা অস্ত্র নানা জাতি॥
অস্ত্রেতে কাটিল অঙ্গ পড়িল শোণিত।
কোটি কোটি রক্তবীজ উঠে আচম্বিত॥
রক্তবীজে ব্যাপিলেক ভূবন মণ্ডল।
দেখিয়া ভয়েতে কাঁপে দেবতা সকল॥
দেবগণ বিষণ্ণ দেখিয়া ভগবতী।
কালী প্রতি কহে দেবী সকরুণ অতি॥
দেবী বলে কর কালী বদন বিস্তার।
দুরাত্মার রক্ত বেগে করহ আহার॥
রক্ত হ'তে যেই বীর হইবে গঠন।
সব মাতৃগণ তারে করিবে ভক্ষণ॥
সবে মিলি তাহাদের রক্ত কর পান।
তবে রক্তবীজ শূন্য হবে রণ স্থান॥
এতেক কহিয়া দেবী শূল লয়্যা করে
আঘাত মারিয়া রক্তবীজ নাশ করে॥
রক্তবীজ হ'তে যাহা পড়িল শোণিত।
ভক্ষণ করিল কালী হ'য়া পুলকিত॥
গদাঘাতে রক্তবীজ করিল সংহার।
তার দেহ হ'তে রক্ত স্রবে অনিবার॥
কালিকা করিল পান আর মাতৃগণ।

এই রূপে রক্ত বীজ শূন্য হয় রণ॥
অস্ত্রাঘাতে চণ্ডী দেবী যাহাকে সংহারে।
মহাকালী দেবী তার রক্ত পান করে॥
ক্রমে ক্রমে রক্তবীজ হইল নিধন।
পরম হরিষ হ'ল যত দেবগণ॥
সুখেতে করিছে নৃত্য আনন্দ মগন।
শুনি শুম্ভ রাজা ক্রোধে করে আস্ফালন॥
দুষ্ট বধে হরষিত ভুবন মণ্ডল।
রক্ষিত ভৈরবে রচে চণ্ডিকা মঙ্গল॥



নবম অধ্যায়।

নিশুম্ভ বধ।

রাজা বলে শুন হে মেধস তপোধন।
দেবীর চরিত্র যত বিচিত্র বর্ণন॥
তোমার মুখেতে শুনি হয় সবে তুষ্ট।
করুণা করিয়া কহ করি কিছু কষ্ট॥
রক্তবীজ বধ কথা শুনি দৈত্য মণি।
কি করিল অতঃপর তাহা কহ শুনি॥
অতি কোপে নিশুম্ভ করিল কোন কাম।
তার পর কি প্রকারে হইল সংগ্রাম॥
মুনি বলে শুন রাজা আমার বচন।
শুম্ভে নিশুম্ভে শুনি সৈন্যের নিধন॥
দেখিলেন রক্তবীজ হ'য়েছে সংহার।
ক্রোধে প্রজ্বলিত দৈত্য অগ্নি অবতার॥
যুদ্ধে যায় নিশুম্ভ যে মুখ্য সেনাপতি।
হস্তী ঘোড়া বহু সৈন্য লইয়া সংহতি॥
চারিদিকে সুসজ্জিত বড় বড় বীর।
ক্রোধে ওষ্ঠাধর কাঁপে হইয়া অস্থির॥
মাতৃগণ আর চণ্ডী করিতে সংহার।
চলে রাজা সৈন্য ল'য়া করি মার মার॥
শুম্ভ ও নিশুম্ভ করে দেবী সহ রণ।

শর জালে আচ্ছাদিল সমস্ত গগন॥
মেঘে যেন বৃষ্টি করে থাকিয়া আকাশ।
সেইরূপ দুই দলে শরের প্রকাশ।
দৈত্যগণে ক্ষেপে অস্ত্র দেবীর উপরে॥
দেবী অস্ত্রে কাটি পড়ে অবনী উপরে।
অস্ত্র কাটি দেবী অস্ত্র ভেদয়া অসুর।
দেবী হস্তে নাশে পুন দৈত্য করি চুর॥
নিশুম্ভে হানিয়া বেগে খড়্গ চর্ম্ম ধার।
কেশরী উপরে করে সুদৃঢ় প্রহার॥
খড়্গের প্রহারে সিংহ হ'য়া কম্পবান।
নখে বিদারিয়া দৈত্য বাহিরায় প্রাণ॥
দেবী এক অস্ত্র ক্ষেপে নিশুম্ভ উপরে।
দৈত্য অস্ত্র এবি তাহা খণ্ড খণ্ড করে॥
অবিলম্বে পুন দৈত্য ক্ষেপে মহা শূল।
শূল দেখি করে দেবী সাহস অতুল॥
অগ্নি অবতার শূল দেখিতে প্রচণ্ড।
মুষ্টি ঘাতে করে দেবী তাহা খণ্ড খণ্ড॥
অতি কোপে গদা হানিলেক বীর মণি।
শূল ক্ষেপি গদা ভঙ্গ করে নারায়ণী॥
তৎ পরে পরশু অস্ত্র ক্ষেপিল দানব।
দেবী অস্ত্রে দৈত্য অস্ত্র হ'ল পরাভব।
পরশু কাটিয়া পড়ে নিশুম্ভ উপরে॥
মোহযুক্ত হ'য়া দৈত্য ভূমিতলে পড়ে।
নিশুম্ভ মোহিত দেখি শুম্ভ কোপবান॥

দেবীকে মারিতে বীর যায় রণ স্থান।
দেবীর উপরে ত্বরা বরিষয়ে শর।
বরিষার বৃষ্টি যেন বহে নিরন্তর॥
দেবীর ঘণ্টার শব্দে ভেদিল গগন।
ত্রাসযুক্ত হ'য়া কাঁপে দৈত্য সৈন্যগণ॥
গগন ভেদিল সিংহনাদ শঙ্খ শব্দ।
দেব ঋষিগণ সব হইলেক স্তব্ধ॥
দক্ষে লম্ফ মহাকালী উঠিল আকাশে।
আকাশে ভ্রমণ ক'রে অতুল সাহসে॥
তপায় যে ভগবতী অট্ট অট্ট হাসে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ভুবন প্রকাশে॥
অতি কোপে শুম্ভ বীর থাকিয়া সমরে॥
চণ্ডিকার প্রতি বীর কহে উচ্চৈঃস্বরে॥
থাক থাক ওহে চণ্ডী তুই দুষ্ট মতি।
তব ক্ষয় ইচ্ছা করে যত দেব ইতি॥
শুম্ভে নিক্ষেপিল শক্তি চণ্ডীর উপর।
অগ্নি প্রজ্বলিত শক্তি অতি ভয়ঙ্কর॥
অগ্নি সম আসে শক্তি দেবী মারিবার।
দেবী শূলে সেই শক্তি হইল সংহার॥
অতি ঘোরতর শব্দ করে দৈত্য নাথ।
আকাশ হইতে যেন হয় বজ্রাঘাত॥
মহা মহা অস্ত্র ছাড়ে দেবীর উদ্দেশে।
সেই সব ভগবতী কাটে অনায়াসে॥
নানা অস্ত্র ভগবতী ছাড়ে দৈত্য প্রতি।

লীলায় কাটিল সব দানবের পতি॥
অতি ক্রোধে ভগবতী শূল ল'য়া করে।
তাহার আঘাত মারে দৈত্যরাজ শিরে॥
মোহিত হইয়া দৈত্য পড়ে ভূমণ্ডল।
স্থির হ'য়া উঠিল নিশুম্ভ মহা বল॥
উঠিয়া নিশুম্ভ বীর হাতে ল'য়া ধনু॥
শরেতে জর্জ্জর করে কেশরীর তনু॥
ভূমি হতে শুম্ভ রাজা উঠি আচম্বিত।
বহু যুদ্ধ আরম্ভিল সিংহের সহিত॥
নানাবিধ অস্ত্র সন্ধি অসুর রাজন।
চণ্ডী আচ্ছাদিয়া করে শর বরিষণ॥
তবে দেবী ভগবতী অতি ক্রোধ হ'য়া।
দৈত্যের যতেক অস্ত্র ফেলিল কাটিয়া॥
কোপেতে নিশুম্ভ বীর অতুল সাহসে।
ফেলিল দারুণ গদা দেবীর উদ্দেশে॥
তবে নারায়ণী শর যুড়িল ধনুকে।
গদা খণ্ড খণ্ড করি ফেলিল পলকে॥
তীক্ষ্নধার খড়্গ ক্ষেপে বীর চূড়ামণি।
শরেতে যে খণ্ড খণ্ড করে নারায়ণী॥
নিশুম্ভে লইল শূল না গনি প্রমাদ।
দেবীকে মারিতে যায় করি সিংহনাদ॥
নিশুম্ভের শূল দেখি দেবী ভগবতী।
আর এক শূল হাতে নিল শীঘ্র গতি॥
দেবী শূল হানিলেক হইয়া কৌতুক।

নিশুম্ভের শূল কাটি ভেদে তার বুক॥
বক্ষ ভেদি নিশুম্ভ যে ভূমিতে পড়িল।
সে বক্ষ হইতে এক পুরুষ জন্মিল॥
ভ্রূকুটি আকার বীর অতি ভয়ঙ্কর।
জন্মঃ মাত্র যায় বীর করিতে সমর॥
তাহা দেখি ভগবতী হ'ল হরষিত।
খড়্গে দেবী তার মুণ্ড কাটে আচম্বিত॥
অতি উগ্র হ'য়া তবে দেবীর বাহন।
অসুরের রক্তপান করে ততক্ষণ॥
অস্ত্র অস্ত্র দৈত্য গণ কালী মহামায়।
ভক্ষণ করিয়া দেবী উদর পুরায়॥
শক্তিতে কুমারী দেবী দৈত্য সব মারে।
মহেশ্বরী ত্রিশূলেতে দানব সংহারে॥
ব্রহ্মাশক্তি ব্রহ্মাণী কমণ্ডলুর জলে।
দৈত্য সব বিনাশ করিল রণ স্থলে॥
বারাহিনী ওষ্ঠাঘাতে দৈত্য চূর্ণ করে।
বৈষ্ণবী যে চক্রাঘাতে অসুর সংহারে॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রানী শক্তি লইয়া যে হাতে।
রণস্থলে দৈত্যগণ মারে শতে শতে॥
অবশিষ্ট যত সৈন্য আছে রণ স্থল।
কালী সিংহ শিব দ্যূতি ভক্ষিল সকল॥
নিশুম্ভ বধেতে তুষ্ট হ'ল দেব সব।
চণ্ডিকা মঙ্গল কহে অধীন ভৈরব॥

দশম অধ্যায়।

শুম্ভ বধ।

নিশুম্ভ পড়িল যদি দৈত্যের ঈশ্বর।
বহু সৈন্য ক্ষয় হ'ল সমর ভিতর॥
দেখি ক্রোধ যুক্ত হ'য়ে মহা বলবান।
কহিতে লাগিল কিছু চণ্ডিকার স্থান॥
ওহে দুষ্টা দুর্গা শুন বচন আমার।
প্রতিফল দিব তোর যত অহঙ্কার॥
সাহায্য লইয়া তুমি যত শক্তিগণ।
নির্লজ্জ হইয়া মম সঙ্গে কর রণ॥
দেবী বলে শুন ওহে শুম্ভ দুরাচার॥
একা আমি দ্বিতীয় যে নাহিক আমার॥
দেখ দুষ্ট এই সব আমার বিভূতি।
একা আমি সমরেতে হইলাম স্থিতি॥
যত শক্তিগণ ছিল সমর ভিতরে।
দেবীর বদন দিয়া প্রবেশে উদরে॥
শক্তিগণ যদি দেহে করিল প্রয়াণ।
রহিল অম্বিকা দেবী একা রণ স্থান॥
অসুরের প্রতি তবে কহল অম্বিকা।
বিভূতি হরিয়া আমি হইলাম একা॥

মম সৈন্য যত ছিল ওহে শুম্ভ বীর।
সব চলি গেল যুদ্ধ হইয়া সুস্থির॥
দেবী বাক্যে দুই জনে হয় মহারণ।
অন্তরীক্ষে থাকি যুদ্ধ দেখে দেবগণ॥
অস্ত্রাঘাতে শর বৃষ্টি হয় সমশর।
বাধে দুই জনে যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর॥
মহা অস্ত্রগণ যাহা ক্ষেপে মহামায়।
শুম্ভ রাজা সেই সব কাটিল ফেলায়॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্র দেবী যত করিল প্রকাশ।
হুঙ্কারে অসুর পতি করিল বিনাশ॥
তবে দৈত্য রাজ করে শর বরিষণ।
শরজালে দেবীকে করিল আচ্ছাদন॥
অতি ক্রোধে ভগবতী হ'য়া কম্পবান।
দৈত্য রাজ ধনু কাটে করিয়া সন্ধান॥
ধনু কাটা গেল তার শক্তি ল'য়া করে।
ক্রোধ হ'য়া হানে তাহা দেবীর উপরে॥
দেবী ছাড়িলেন চক্র অতুল প্রচণ্ড।
অসুরের শক্তি কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
শক্তি কাটা গেল দৈত্য হইল কুপিত।
তীক্ষ্ণধার খড়্গ হাতে লইল ত্বরিত॥
শত চন্দ্র সূর্য্য দেখা যায় খড়্গ ধারে।
বেগে ধায় দৈত্য রাজ দেবী মারিবারে॥
সন্ধান করিয়া খড়্গ ছাড়ে দৈত্যেশ্বর।

পার্ব্বতী কাটিল তাহা হানি তীক্ষ্ণ শর।
রবির কিরণ সম ল'য়া তীক্ষ্ণ বাণ।
অসুর উদ্দেশে দেবী করিলা সন্ধান॥
সত্বর কাটিল দৈত্য রাজার সারথি।
ঘোড়া সহ রথ কাটি করিল বিরথী॥
বিরথী হইয়া দৈত্য কাঁপে থর থর।
দেবীকে মারিতে হস্তে লইল মুদ্গর॥
মারিল মুদ্গর দৈত্য অ'ত ভয়ঙ্কর।
মুদ্গর কাটিল দেবী ত্যজি তীক্ষ্ণশর॥
দেবীকে মারিতে যায় মুষ্টির প্রহার।
দেবী মুষ্টি মারিলেক হৃদয়ে তাহার॥
অতি ব্যথা হ'ল মুষ্টি বক্ষেতে পড়িয়া।
অস্থির হইল দৈত্য তাড়না পাইয়া॥
মুর্চ্ছিত হইয়া রাজা পড়ে ভূমিতল।
পুনর্ব্বার উঠি যুদ্ধ করে মহাবল॥
দেবী ধরি লম্ফ দিয়া উঠিল আকাশে।
তথায় করিল যুদ্ধ অতুল সাহসে॥
দাঁড়াইতে স্থান নাই শূন্যে করি স্থিতি।
অসুর সহিত যুদ্ধ করে ভগবতী॥
পরস্পর বাহু যুদ্ধ ঘন ঘন হয়।
দেখি দেব ঋষিগণ হইল বিস্ময়॥
দুই জনে বহুকাল বাহুযুদ্ধ করে।
ভ্রমাইয়া দেবী তারে ফেলে ক্ষিতিপরে॥
আকাশ হইতে যবে হ'ল ভূমিগত।

চণ্ডীকে মারিতে দৈত্য হইল উদ্যত॥
মুষ্টি হানি বেগে ধায় চণ্ডীর উদ্দেশে।
আসে দৈত্য দেখি চণ্ডী অট্ট অট্ট হাসে॥
অগ্নি যুক্ত শূল দেবী ছাড়িল তৎকালে॥
বক্ষ বিদারিয়া দুষ্ট পড়ে ক্ষিতিতলে।
শূলাঘাতে শুম্ভ রাজা হইল সংহার।
দেখি সৈন্যগণ সবে করে হাহাকার॥
শুম্ভ যবে পড়িলেক ভূমির উপরে।
সমুদ্র পর্ব্বত সহ বসুমতী নড়ে॥
দেবতার অরি দুষ্ট হইল বিনাশ।
এ মহী মণ্ডল করে আনন্দ প্রকাশ॥
জগৎ সুস্থির হ'ল শান্ত হ'ল জল।
মেঘ সব দূরীভূত গগন নির্ম্মল॥
দেবগণ তুষ্ট দেখি শত্রুর নিধন।
অবনী মণ্ডলে তুষ্ট শুনি প্রাণিগণ॥
পুণ্যের হইল বৃদ্ধি বহে সুবাতাস।
গগণে সূর্য্যের দীপ্তি হইল প্রকাশ॥
অগ্নি তেজ বৃদ্ধি হ'ল চৌদিক উজ্জ্বল।
অধীন ভৈরব কহে চণ্ডিকা মঙ্গল॥

একাদশ অধ্যায়।

দেবস্তুতি।

যুদ্ধেতে পড়িল যদি দানবের পতি।
ইন্দ্র অগ্নি আদি দেব স্তবয়ে পার্ব্বতী॥
প্রসন্ন বদন হ'য়া যত দেবগণ।
বিবিধ প্রকারে করে দুর্গারে স্তবন॥
ব্যাধি হরা দুঃখ হরা দেবী ভগবতী।
প্রসন্ন হইয়া রক্ষা করিয়াছ ক্ষিতি॥
চরাচর যত ইতি সকল ঈশ্বরী।
জগত আধার তুমি একা মহেশ্বরী॥
মহীরূপে পৃথিবীতে করিয়াছ স্থিতি।
জল রূপে পৃথিবীতে তুমি ভগবতী॥
তুমি সে বৈষ্ণবী শক্তি প্রভাব অতুল।
তুমি সে পরম মায়া সংসারের মূল॥
তোমার মায়াতে মোহ এ তিন সংসার।
তুমি সুপ্রসন্ন হ'লে সবার উদ্ধার॥
বুদ্ধি রূপে সকলের হৃদয়েতে স্থিতি।
স্বর্গ, মুক্তি পদ, দাত্রী তুমি ভগবতী॥
কলা কাষ্ঠা রূপে দুষ্ট বিনাশ কারিণী।

সংসারের শেষ শক্তি তুমি নারায়ণী॥
সবার মঙ্গল তুমি মঙ্গল কারিণী।
সর্ব্বার্থ সাধিকা দেবী শিবের ঘরিণী॥
তুমি ত্রিনয়নী দেবী গণেশ জননী।
নম নম নম দেবী নম নারায়ণী॥
তুমি দেবী সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কারিণী।
তুমি শক্তি তুমি স্মৃতি তুমি সনাতনী॥
গুণাশ্রয় গুণময় তুমি সে আপনি।
করুণা করিয়া দৃষ্টি কর ত্রিনয়নী॥
শরণাগতের তুমি তারণ কারিণী।
দুঃখ পীড়া হরা তুমি জগত জননী॥
হংস রথে আরোহণ তুমি সে ব্রহ্মানী॥
দৈত্য বিনাশিতে তুমি সে খড়্গ ধারিণী॥
চক্র ত্রিশূল আর ভুজঙ্গ ধারিণী।
মাহেশ্বরী রূপে মহা বৃষভ বাহিনী॥
শক্তি হস্তে মহাদেবী দৈত্য বিনাশিনী।
কুমারী স্বরূপে দেবী পর্ব্বত নন্দিনী॥
দন্তে ধরিয়াছে ক্ষিতি বরাহ রূপিণী।
ত্রিভুবন রাখিয়াছ শিবের ঘরিণী॥
নৃসিংহ রূপে হিরণ্যকশিপু নাশিনী।
ত্রৈলোক্যের যত ইতি ত্রাণ কারিণী॥
বজ্র হস্তা তুমি দেবী সহস্র লোচনী।
বৃত্র প্রাণ হরা দেবী নম সনাতনী॥
শিবদূতি রূপে দৈত্য বধিয়া আপনি।

ভয়ঙ্করা সে রূপেতে কম্পিতা ধরণী ॥
করাল বদনা মুণ্ডমালা বিভূষিতা।
চামুণ্ডা তোমার নাম পর্ব্বত দুহিতা ॥
লক্ষ্মী শ্রদ্ধা লজ্জা পুষ্টি তুমি সে আপনি।
মহামায়া মহাবিদ্যা পতিত পাবনী ॥
মেধা স্বরস্বতী তুমি জগত জননী।
নিয়ত প্রসিদ্ধ তুমি নম নারায়ণী ॥
শান্ত মুখী তুমি দেবী বর প্রদায়িনী
সর্ব্বভূতে তুমি স্থিতি নম কাত্যায়নী ॥
অতি উগ্রা করাল বদনী সনাতনী
শূল হস্তা ভদ্রকা'লী আরক্ত লোচনী।
তুমি যারে তুষ্ট তার ব্যাধি হয় নাশ
রুষ্ট হ'লে পূর্ণ তার নহে অভিলাষ
যেই জন লয় তব চরণ আশ্রয়।
কভু নাহি করে সেই আপদেতে ভয় ॥
উগ্র বিষ নাগ হ'তে রক্ষহ জননী।
সকল বিপদ হ'তে পতিত পাবনী ॥
আর রক্ষা কর যথা আছে শত্রু ভয়।
রক্ষা কর দাবানল যথাতে দহয় ॥
সমুদ্রের মধ্যে রক্ষা কর ভগবতী।
সকল বিপদে ত্রাণ কর এই ক্ষিতি ॥
দেবী বলে শুন ওহে যত দেবগণ।
বর লও যার ইচ্ছা মত যেই জন ॥
দেবগণে বলে মহা দেবী মহামায়।

সর্ব্ব বাধা নষ্ট হবে তোমার কৃপায়॥
এই বর পাদ পদ্মে চাহি মা জননী।
আমাদের শত্রু সংহারিবে নারায়ণী॥
দেবী বলে নন্দ ঘরে যশোদা উদরে।
লভিব জনম দুষ্ট দৈত্য মারিবারে॥
ধরিয়াছি মহাযুদ্ধে রূপ ভয়ঙ্কর।
ক্রমে ক্রমে বধিয়াছি যতেক অসুর॥
শত নেত্রে দৃষ্টি করিয়াছি মুনিগণ।
যত প্রাণিগণ আছে করি নিরীক্ষণ॥
ত্রৈলোক্য হিতের হেতু বধিনু দানব।
ভবানী বলিয়া স্তব করয়ে মানব॥
অবনীতে যত হবে দুষ্টের প্রকাশ।
অবতার হ'য়া দুষ্ট করিব বিনাশ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

মহাদেব স্তুতি।

দেবী বলে শুন বাক্য যত দেবগণ।
এই রূপে যেই জন করয়ে স্তবন॥
অবশ্য তাহাকে আমি হইব সদয়।
তার বিঘ্ন নষ্ট হবে নাহিক সংশয়॥
সে মধু কৈটভ আর দুষ্ট মহিষাসুর।
শুম্ভ নিশুম্ভ বীর অন্য অন্য শূর॥
সকল বধিয়া কীর্ত্তি করিনু সঞ্চয়।
আমার কৃপায় লোকে দুঃখ দূর হয়॥
অষ্টমী নবমী আর চতুর্দ্দশী তিথি।
একা চিত্ত হ'য়া যেবা মোরে করে স্তুতি॥
ভক্তি ভাবে যেই জনে করি একমন।
আমার মাহাত্ম্য কথা করয়ে শ্রবণ॥
সেই জন দূরে থাকে হইতে আপদ।
নিত্য নিত্য বৃদ্ধি হয় তাহার সম্পদ॥
ইষ্ট রিষ্ট নাহি তার আর শত্রুভয়।
দস্যুর সাক্ষাৎ নাহি হইবে নিশ্চয়॥
অস্ত্র অঙ্গে নাহি স্পর্শে না মরে অনলে।
বিঘ্ন নাশ হবে তার না ডুবিবে জলে॥

যেই জন পাঠ করে আমার মাহাত্ম্য।
সকল আপদ তার হইবে বিগত।
স্ব ইচ্ছাতে যেই ভক্তে মোরে করে স্তুতি।
অহরহঃ দৃষ্টি মম থাকে তার প্রতি॥
মহামারী ভয় যথা হইবে প্রকাশ।
পড়িলে এসব স্তব হইবে বিনাশ॥
কফ বাত পিত্তে যেবা আছয়ে পীড়িত।
শুনিলে এসব স্তব খণ্ডিবে নিশ্চিত॥
মণ্ডপেতে যদি চণ্ডী পড়ে প্রতি নিতি।
অহরহ সে মণ্ডলে মম হয় স্থিতি॥
বলিদান অগ্নি পূজা আদি মহোৎসব।
শ্রদ্ধা করি যেই জন করে এই সব॥
দৃঢ় কহিলাম শুন যত দেবগণ।
কদাচিৎ না ছাড়িব তাহার ভবন॥
যেই জন শরতেতে মম পূজা করে।
ভক্তি যুক্ত হ'য়া মম মাহাত্ম্য যে পড়ে
তাহার আপদ আমি করিব সংহার॥
ধন ধান্য পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি হবে তার॥
আমার প্রসাদে লোক তরিবে বিপদে।
মম বরে বৃদ্ধি তার হইবে সম্পদ॥
আমার মাহাত্ম্য যদি মর্ত্ত্যলোকে শুনে
উৎপাৎ হইবে নাশ শুভ দিনে দিনে।
যুদ্ধেতে নির্ভয় হবে বৃদ্ধি হবে বল।
শত্রু গণ ক্ষয় হ'য়া হইবে মঙ্গল॥

যে বাড়ীতে পাঠ করে আমার মাহাত্ম্য।
সে কর্ত্তার বংশ সহ থাকে স্বচ্ছন্দ॥
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যেই চণ্ডী পাঠ করে।
শান্তি হয় রাহু গ্রহ পীড়া যায় দূরে॥
দুস্বপ্নের পরিবর্ত্তে সুস্বপ্ন যে হয়।
বালকের রোগ নাশ হইবে নিশ্চয়॥
মিত্রলাভ হয় তার শত্রু হয় নাশ।
মহা বীর বলি সেই সংসারে প্রকাশ॥
চণ্ডী পাঠে আমি নিত্য থাকিব মণ্ডপে।
যক্ষ ভূত পিশাচ পলায়ে দূরে যাবে॥
গন্ধ পুষ্প অর্ঘ্য ধূপ সুগন্ধি চন্দন।
বলিদান যজ্ঞ হোম ব্রাহ্মণ ভোজন॥
নানাবিধ ভোগ সহ নানা উপহারে।
বৎসরেতে একবার মম পূজা করে।
চণ্ডীর মাহাত্ম্য যেই করিবে শ্রবণ।
রোগ দূরীভূত হবে পাপের মোচন॥
মম নাম সংকীর্ত্তনে যম যায় দূরে।
শত্রু হ'তে তার ভয় না থাকে সংসারে॥
অরণ্যের মধ্যে হ'য়া দাবাগ্নি বেষ্টিত।
ধন হীন দস্যুর সাক্ষাত আচম্বিত॥
শত্রু আক্রমণ কিবা সিংহ দরশন।
বন হস্তী ব্যাঘ্র কিম্বা করে আক্রমণ॥
রাজার দৌরাত্ম্য আর পীড়া অনিবার।
মম নামে সব হ'তে হইবে উদ্ধার॥

এত বলি দেবগণে দৈত্য বিনাশিনী।
আচম্বিতে অন্তর্ধান হ'ল নারায়নী॥
নির্ভয় হইল তবে যত দেবগণ।
যার বৃত্তি ছিল যাহা পায় সর্ব্বজন॥
শুম্ভ নিশুম্ভ যদি হইল নিধন।
করিলেক ভয় সৈন্য পাতালে গমন॥
মুনি বলে শুন ওহে সুরথ রাজন।
কহিলাম পার্ব্বতীর যত বিবরণ॥
আবির্ভাব হ'য়া করে সংসার পালন।
মঙ্গল দায়িনী তুমি করহ অর্চ্চন॥
হৃত রাজ্য পুনর্ব্বার পাইবে নৃপতি।
দেবীর চরণে যদি থাকে তব মতি॥
মহামায়ার মায়ার নাহি পারাবার।
সে মায়ারূপেতে ব্যাপ্ত সকল সংসার।
মহাকালী রূপে তিনি করেন সংহার।
ব্রহ্মাণী রূপেতে সৃষ্টি করে পুনর্ব্বার॥
পুষ্প ধূপ বলিদানে পূজ মহামায়।
ধন পুত্র দারা রাজ্য দিবেন তোমায়॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দেবী মাহাত্ম্য।

মুনি বলে মহারাজ দেবী বিবরণ।
কহিলাম এক মনে করিবা শ্রবণ॥
অম্বিকার প্রভাবে যে স্থির থাকে ক্ষিতি।
যোগ নিদ্রা মহাবিদ্যা খ্যাত ভগবতী॥
তুমি আর এই বৈশ্য অত্যন্ত দুঃখিত।
দুঃখ দূর হবে কার্য্য করহ উচিত॥
সেই কার্য্য বলি শুন স্মরহ ঈশ্বরী।
রাজ্য আর মুক্তিপদ পাবে অধিকারী।
শুনিয়া মুনির কথা সুরথ রাজন।
দেবী পূজা আরম্ভিল ক'রি প্রাণপণ॥
উভয়ের দুঃখ নিবারণের কারণ।
বৈশ্য সহ রাজা করে দেবী আরাধন॥
রাজা বৈশ্য নদীতীরে হইয়া যে স্থিতি।
একাগ্র হৃদয়ে পূজে দেবী ভগবতী॥
দেবী মূর্ত্তি মৃত্তিকাতে করিয়া গঠন।
ধূপ দীপ দিয়া করে চণ্ডিকা অর্চ্চন॥
নিরাহার শুচিভূত হ'য়া দুইজন।
অঙ্গ কাটি রুধির যে করয় অর্পণ॥

এই রূপে দেবী স্তুতি করে দুইজন।
ত্রিবৎসর পরে দেবী দিলা দরশন॥
উচ্চৈঃস্বরে বলে শুন বৈশ্য নরপতি।
শুনিয়া সন্তুষ্ট আমি তোমাদের স্তুতি॥
দিব আমি যেই বর কর অভিলাষ।
অকপট চিত্তে কহি করিহ প্রকাশ॥
রাজা বলে শত্রু হ'তে রাজ্য কর দান।
বৈশ্যেতে প্রার্থনা করে দেও মোরে জ্ঞান॥
দেবী বলে অপেক্ষা করিয়া অল্পকাল।
শত্রুকে বধিয়া রাজ্য পাবে মহীপাল॥
অতঃপর বৈশ্য প্রতি ভগবতী কয়।
মম বরে তব হৃদে হবে জ্ঞানোদয়॥
বৈশ্য আর রাজাকে করিয়া বরদান।
জগত ঈশ্বরী তবে হ'লা অন্তর্ধান॥
সুরথ হইল মনু ভুবন মণ্ডল।
কাঙ্গাল ভৈরব রচে চণ্ডিকা মঙ্গল॥
এই বর চাহি মাগো জগতের আই।
অন্তকালে দিও মাগো শ্রীচরণে ঠাই॥
গুপ্ত ভৈরব নামে নহি পরাচত।
প্রকাণ্ড শ্রী রাধাচরণ পদ্ধতি রক্ষিত॥
ভরদ্বাজ গোত্র মম ত্রিপ্রবর ইতি।
জোয়ারা গ্রামেতে হয় দীনের বসতি॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে
দেবী মাহাত্ম্য
সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

আমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপক্রমণিকায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে হিন্দু শাস্ত্র মাত্রই দ্ব্যর্থবোধক অর্থাৎ জ্ঞানীর পক্ষে অন্তর্লক্ষ্য ও অজ্ঞানীর পক্ষে বহির্লক্ষ্য প্রকাশক। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীও রূপকাবৃত মহাশাস্ত্র। ইহা পাঠ করিয়া জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন। অন্তর্লক্ষ্য গীতাতে যেমন শরীরস্থ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যুদ্ধ বুঝায়, সেরূপ চণ্ডীতে দেবতা বা পুণ্যশক্তির সহিত অসুর বা পাপশক্তির মহাসংগ্রাম বুঝাইয়াছে। এই দেবাসুর সংগ্রামে কখন ও বা দেবতা জয়ী কখন বা অসুর জয়ী হইয়া থাকে। যখন দেবতা পরাজিত ও অসুর জয়ী হন তখন জগতে পুণ্যের স্থান পাপ শক্তির অধিকৃত হয়। দেবগণ হীন শক্তি ও পরাজিত হইলে পুণ্য শক্তি রক্ষার জন্য মহাশক্তির আবির্ভাব হয়। সে মহাশক্তি কি? একবার দেখা যাক।

সমগ্র জগৎ দুইটী পদার্থের দ্বারা সৃজিত; একটী ব্যোম বা আকাশ, অপরটী প্রাণ। আকাশ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বানুস্যূত সত্ত্বা যাহা হইতে জাগতিক সূক্ষ্ম স্থূল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আকাশই থাকে এবং কল্পান্তে কঠিন তরল ও বাষ্পীয় সকল পদার্থই আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়টী প্রাণ। এই প্রাণই জগৎ উৎপত্তির কারণভূতা অনন্তরূপা সর্ব্বব্যাপিনী মহাশক্তি যথা "অপরেয়মিত, স্তস্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং। জীব ভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"।

গীতা ৭ অ ৫ ম শ্লোক। এই শক্তির প্রভাবেই আকাশ জগৎ রূপে পরিণত হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণ অব্যক্তাবস্থায় থাকে এবং কল্পের আদিতে আবার ব্যক্ত হইয়া আকাশের উপর শক্তি রূপে কার্য্য করে এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ হয় এবং ইহাই চণ্ডীর মহাশক্তি। যাঁহাকে সমস্ত দেবগণ এই বলিয়া স্তব করিয়াছেন যে "দেবি প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ, প্রসীদ মাত র্জগতোঽখিলস্য। প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥ আধার ভূতা জগত স্ত্বমেকা মহী স্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি। অপাং স্বরূপ স্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্ন মলঙ্ঘ্যবীর্য্যে"॥ এই প্রাণরূপী মহাশক্তিকে জানিলে জগতে জানিবার আর কিছু বাকী থাকে না। সান্ত জীবের অনন্তে যাইতে হইলে এই শক্তিই একমাত্র অবলম্বন। অতএব সকল স্থানে ও সকল সময়ে শক্তি পূজারই প্রাবল্য দেখা যায়। ভগবান রামচন্দ্র (জীবাত্মা) সীতা উদ্ধার (আত্মজ্ঞান লাভ) করার আশায় রাবণ (অহঙ্কার) বধের নিমিত্ত শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন; দেবাদিদেব মহাদেব কালীকে বক্ষে ও গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ তুলসীকে শিরোদেশে লাগাইয়া রাখিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যিনি স্বয়মেব স্বয়ং প্রথম পুরুষ তিনি হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধাচরণে দাস খৎ লিখিয়া দিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমি তোমাকে আর কখন ছাড়িব না সকল সময়েই হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিব।

সৃষ্টি তত্ব বুঝাইবার জন্য ভগবান মার্কণ্ডেয় মুনি চণ্ডী মাহাত্ম্যের অবতারণা করিয়াছেন। "সর্ব্ব ভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং। কল্পক্ষয়ে পুন স্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং"॥

গীতা ৯ অ ৭ শ্লোক। নিঃসঙ্গ ভগবানের যোগ মায়াই সংসার স্থিতির হেতু; তাই আবার সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ। কল্পান্তে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একার্ণব হইলে ভগবান নারায়ণ নিদ্রা জন্য অব্যক্ত প্রকৃতি সহ শায়িত থাকেন অর্থাৎ স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন। পুনরায় কল্পারম্ভে তাঁহার সৃষ্টি রাখিবার ইচ্ছা হইলে জগদুৎপত্তির কারনীভূতা সর্ব্বব্যাপিনী অনন্ত শক্তি বা প্রকৃতির বিকাশ হয়। প্রকৃতির প্রথম বিকাশ সাঙ্খ্যমতে মহত্তত্ব এবং মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। যথা " একমূর্ত্তি স্ত্রয়োভাগা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ। সবিকারাৎ প্রধানাত্তু মহত্তত্বং প্রজায়তে "॥ এই মহত্তত্বে প্রধান তিনটী রহিল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর; সত্বঃ, রজঃ, তমঃ; বা কাল, চৈতন্য, ও সদসৎ শক্তি। সদসৎ বলিতে সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবাপন্ন পদার্থ; তাহা হইতে জড়ের ও জড় জগতের উপাদান সকল প্রকাশ হয়। যখনই কাল ও চৈতন্য উহা হইতে বিভিন্ন হয় তখনই উহা নিরোধরূপে অর্থাৎ প্রলয় রূপে আপন সূক্ষ্মভাবে আপনই লয় হয়। এই জন্য ইহাতে নিরোধাত্মক ও ভূতোৎপাদক গুণ আছে বলিয়া তমঃ অর্থাৎ নিরোধ বা অপ্রকাশ নামক গুণ প্রকাশিত হয়। কাল হইতে মহত্তত্বের যে গুণ থাকে তাহাকে রজো গুণ বা প্রকাশক গুণ কহে। মহত্তত্বে চৈতন্য থাকায় উহা দ্বারা সদসৎ সজীবত্ব লাভ ও বিলুপ্ত ভাব উদ্ভব করণক শক্তি প্রকাশ হয় বলিয়া তাহাকে সত্ব গুণ কহে। ব্রহ্মা রজগুণ ও দান; বিষ্ণু, সত্ব গুণ ও চৈতন্য এবং মহেশ্বর, তম ও সদসৎ শক্তি পরস্পর একার্থ বাচক। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মনের উদ্ভব। মন সূক্ষ্মদেহ ইন্দ্রিয়াদির অনুভাবাত্মক শক্তি।

ইন্দ্রিয় দশটী এবং এই দশটীর অধিষ্ঠাতা সূক্ষ্ম শক্তি বা তেজকে দেবতা বলে। সুতরাং প্রথমে বৈদিক দেবতা দশটী ছিল যথা দিক বায়ু, সূর্য্য প্রচেতা, অশ্বী, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি। পরে তাহাদের গুণ ক্রিয়া ভেদে তেত্রিশ কোটী হইয়াছে। সত্ত্ব গুণের স্থান কণ্ঠের উর্দ্ধে; রজঃ নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত এবং তমঃ নাভির অধোদেশে। মূল প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের রঙ্গভূমি। আবার গুণত্রয় সকল সময় সমান থাকে না। পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। যথা "রজঃ স্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত। রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা"। গীতা ১৪ অঃ ১০ শ্লোক। যখন কালবশে এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা সংঘটিত হয়, তখন তাহাকে প্রলয় বা অব্যক্তাবস্থা বলে। এই সাম্যাবস্থার বিকৃতি ঘটিলে প্রকৃতি ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টির অভিমুখী হয়। সৃষ্টির মুখে প্রকৃতি স্তরে স্তরে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে পরিণত হইয়া জগত্রয় অনুলোম ক্রমে ব্যাকৃত হয়। আর প্রলয় কালে জগত্রয় স্তরে স্তরে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে বিলোম ক্রমে অব্যাকৃত হইতে অবশেষে অব্যক্ত মূল প্রকৃতিতে উপশান্ত হয়। প্রকৃতির এই নিয়মানুসারে "প্রলয় কালে জগত্রয় জলময় হইলে ভগবান প্রভু নারায়ণ অনন্ত শয্যায় আশ্রয় পূর্ব্বক যোগ নিদ্রা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই সময় ভয়ানক মধু কৈটভ নামক অসুরদ্বয় বিষ্ণুর বাম কর্ণ মূল হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে নিহত করার নিমিত্ত উদ্যত হইলে স্তুতি সমর্থ প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি সরোজে অবস্থিতি করতঃ ক্রোধোন্মত্ত অসুরদ্বয়কে দেখিয়া এবং ভগবানকে প্রসুপ্ত

অবলোকন করতঃ একাগ্রচিত্তে হরির জাগরণার্থ হরিনেত্রকৃতা শ্রয়া সর্ব্বনিয়ন্ত্রী জগৎকর্ত্রী স্থিতিসংহারকারিণী চৈতন্ত রূপিনী নিদ্রারূপা ভগবতী যোগ নিদ্রার স্তব করিয়াছিলেন ”। চণ্ডী মাহাত্ম্যে ১ম ৫৯—৬৪ শ্লোক। চণ্ডীর এই প্রভু নারায়ণই ভগবান বা পুরুষ, যোগনিদ্রা বা মহামায়া মূল প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় তাহাতে লীন আছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মূল প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের রঙ্গভূমি ও পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং সত্ত্ব ও তমঃ পরাভূত না হইলে রজঃ শক্তির কার্য্য হয় না। সত্ত্বে সুখ, রজে কার্য্য ও তমে প্রসাদাদি অধম গুণ প্রদান করে। সত্ত্ব প্রধান দেবতা বা পুণ্যশক্তি এবং তমো প্রধান দেবতা অসুর বা পাপশক্তি। দেবতা ও অসুরে বা পুণ্য ও পাপে চিরকাল বিদ্বেষ ভাব। গুণদ্বয় পরস্পর সংঘর্ষণে ব্যাপৃত থাকায় সময় ক্রিয়াশীল রজোগুণ বর্দ্ধিত হয়। ভগবানের নাভিপদ্মস্থিত রজো গুণ রূপী ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার জন্য যোগমায়ারূপ প্রকৃতির নিদ্রা হইতে চৈতন্ত বা বিকাশ করনার্থ স্তুতি করিয়াছেন অর্থাৎ কার্য্যোন্মুখ হইয়াছেন। সৃষ্টিকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার পরমায়ু একশত বৎসর। তৎপর পুনঃ প্রলয়। ব্রহ্মার কার্য্যের ব্যাঘাৎ না হওয়ার জন্য দেবাসুরের যুদ্ধ একশত বৎসর ব্যাপী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যথা “দেবাসুরম ভুৎ যুদ্ধং পূর্ণ মব্দ শতং পুরা ”। চণ্ডী ২য় অ ১ শ্লোক। এই সময়ের মধ্যে প্রকৃতি সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে ক্রমোন্নতি পদ্ধতি ক্রমে স্থূলতর হইয়া থাকে। কালবশে ব্রহ্মার আয়ু শেষ হইলে এই বিরোধী গুণত্রয়ের পুনঃ সাম্যাবস্থা সংঘটিত হয় এবং তখনই প্রলয় অর্থাৎ প্রকৃতি স্থূল হইতে

গণে বিলোমক্রমে মূল প্রকৃতিতে পর্য্যবসিত হয়। যথা " একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়াকা মমাপরা। পশ্যৈতা দুষ্টময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়॥ ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যা ব্রহ্মাণী প্রমুখা লয়ম। তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা "॥ চণ্ডী ১০ ম ৫।৬ শ্লোক। পুণ্য পাপের চির শত্রুতা এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার চেষ্টা চিরকাল হইয়া থাকে; পরিশেষে পুণ্য শক্তির জয় অবশ্যম্ভাবী ইহাই চণ্ডী মাহাত্ম্যের উদ্দেশ্য। ইতি—

শ্রীযাত্রামোহন দাস।